সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৬-২০০৭

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন
জীবন বীমা টাওয়ার (১৬, ১৭ ও ২১ তলা)
১০, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৫৬৮১০১-২, ৯৫৬১৫২৫
ফ্যাক্স ঃ (৮৮)-০২-৯৫৬৩৭২১
Website : http//:www.secbd.org
E-mail : secbd@bdmail.net

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৬-২০০৭

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
চেয়ারম্যানের প্রতিবেদন	৭
বাংলাদেশের পুঁজিবাজার	১১
ক্যাপিটাল ইস্যু বিভাগ	১৮
কর্পোরেট ফাইন্যান্স	২১
নিবন্ধন	২৩
ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি	২৫
সার্ভেইল্যান্স	২৭
সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব মার্কেটস্ এন্ড ইন্টারমিডিয়ারিজ	২৯
সিডিএস	৩০
এনফোর্সমেন্ট	৩২
আইনগত বিধি-বিধান ও কার্যক্রম	৩৪
আইন বিভাগ	৩৫
গবেষণা ও উন্নয়ন	৩৬
ভবিষ্যত পরিকল্পনা	৩৭
কমিশনের আর্থিক অবস্থার বিবরণী	৩৮
পরিশিষ্ট সমূহ	৩৯
কমিশনের সদস্য ও নির্বাহীদের তালিকা	৫৪

চেয়ারম্যানের প্রতিবেদন

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে একটি স্বচ্ছ, বস্তুনিষ্ঠ ও জবাবদিহিতামূলক পুঁজিবাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো সুসংহত করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। আর্থিক প্রতিবেদন ও তথ্যের সময়মত প্রকাশ, নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান ও ঘোষিত লভ্যাংশ সময়মত পরিশোধ, স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ এর লেনদেন ও মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের যথাযথ তদারকি এবং সর্বোপরি বিনিয়োগকারীদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও তাদের অভিযোগ নিষ্পত্তি ইত্যাদি কর্মকান্ডের ফলে দেশের পুঁজিবাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা পূর্বের তুলনায় অনেক সুদৃঢ় হয়েছে। উপরোক্ত প্রয়াসের ফলশ্রুতিতে প্রথম বারের মতো বাজার মূলধন ও জিডিপি'র অনুপাত ডাবল ডিজিটে উপনীত হয়েছে।

আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর প্রভূত উন্নতি সম্ভব হলেও পুঁজিবাজারে সিকিউরিটিজ এর আশানুরূপ যোগান নিশ্চিত করা অতীব প্রয়োজন। আলোচ্য অর্থবছরে কমিশন সিকিউরিটিজ এর সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী কোম্পানির শেয়ার পুঁজিবাজারে আনয়নের জন্য সচেষ্ট হয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার বেশ কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতা ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কর্মকান্ড পরিচালন ও পুঁজিবাজারে সিকিউরিটিজের যোগান বাড়ানোর লক্ষ্যে যৌথ মূলধনী কোম্পানিতে রূপান্তর করেছেন। এ ছাড়াও সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে জ্বালানী ও টেলি-যোগাযোগ সেক্টরের প্রতিষ্ঠান সমূহের শেয়ার পুঁজিবাজারে আনয়নের ব্যাপারে সরকারী প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আশা করা যায় অচিরেই উপরোক্ত কোম্পানি সমূহের শেয়ার পুঁজিবাজারে ছাড়া হবে। এতে করে পুঁজিবাজারের গভীরতা বাড়বে এবং পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি হবে।

কমিশন সরকারী কোম্পানি ব্যতিরেকেও বেসরকারীখাতের দেশী ও বহুজাতিক কোম্পানি সমূহকে পুঁজিবাজার হতে মূলধন সংগ্রহ বা বিদ্যমান মূলধন সরাসরি পুঁজিবাজারে লেনদেনের জন্য এ সকল কোম্পানির উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপনার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানি পুঁজিবাজার হতে অর্থ সংগ্রহ বা শেয়ার বিক্রির বিষয়ে কমিশন এর সাথে যোগাযোগ করেছে।

২০০৬ - ২০০৭ অর্থবছরে পুঁজিবাজারে ১০টি কোম্পানিতে আইপিও (Initial Public Offer) এর মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগ হয়েছে ৩৮৬.৩৩ কোটি টাকা (প্রিমিয়ামসহ)। উক্ত কোম্পানি সমূহের ৩৮৬.৩৩ কোটি টাকার বিপরীতে চাঁদা জমার পরিমাণ ছিল ৩৩৮৭.৩৪ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানি সমূহের শেয়ার ক্রয়ের জন্য সাধারণ বিনিয়োগকারীগণের আবেদনের পরিমাণ ছিল পাবলিক ইস্যু অঙ্কের ৮.৭৭ গুণ যা প্রাথমিক বাজারে সিকিউরিটিজ এর ব্যাপক চাহিদার পরিচায়ক।

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধির জন্য ইস্যুয়ার কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদন নির্ভরযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ হওয়া অতীব প্রয়োজন। তালিকাভুক্ত কোম্পানি সমূহ কর্তৃক ইহার আর্থিক প্রতিবেদন হিসাবের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী প্রস্তুত করা ও নিবিবন্ধ নিরীক্ষক দ্বারা তা আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা মানদণ্ড অনুসারে নিরীক্ষা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আলোচ্য বছরে ইস্যুয়ার কোম্পানি কর্তৃক কমিশনে উপস্থাপিত আর্থিক বিবরণী পরীক্ষান্তে হিসাব বিবরণী প্রস্তুতে অনিয়ম এবং নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষার ক্ষেত্রে পেশাগত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা নিরূপণ করে কমিশন শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ফলশ্রুতিতে নিরীক্ষকগণ তাদের প্রতিবেদনে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর

কোয়ালিফাইড অপিনিয়ন সন্নিবেশ করছেন এবং নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ।

কোম্পানি সমূহের বস্তুনিষ্ঠ আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত এবং উহার যথাযথ নিরীক্ষার উপর কমিশন গুরুত্ব আরোপ করে আসছে । সরকার কর্তৃক কোম্পানি সমূহের হিসাব রক্ষণ, হিসাব প্রস্তুত ও তার নিরীক্ষা হিসাবের আন্তর্জাতিক মানদন্ড ও আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা মানদন্ড অনুসারে হচ্ছে কিনা তা তদারকির জন্য একটি স্বাধীন রেগুলেটরী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে ।

পুঁজিবাজারের উৎকর্ষতা ও তা সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের পুঁজিবাজার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । কমিশন বিনিয়োগকারীগণকে বিনিয়োগ সম্পর্কে ধারণা দেয়া ও মধ্যস্থতাকারীগণ বিশেষ করে ব্রোকার/ডিলার প্রতিষ্ঠান এ কর্মরত ব্যক্তিদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ কর্মকান্ড সম্পর্কে প্রশিক্ষণ এর ব্যাপ্তি ঢাকা ছাড়াও বিভিন্ন শহরে সম্প্রসারিত করেছে । বিনিয়োগকারী ও মধ্যস্থতাকারীদের পুঁজিবাজার সম্পর্কিত জ্ঞানের কাঙ্খিত স্তরে উন্নীত করা এবং পুঁজিবাজারের উপর উচ্চতর ডিগ্রী প্রদানের লক্ষ্যে কমিশন ষ্টক এক্সচেঞ্জ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় একটি সিকিউরিটিজ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করছে যা আগামী অর্থ বছর হতে কার্যক্রম শুরু করতে পারবে বলে আশা করা যায় ।

ডিপজিটরি ব্যবস্থার আওতায় ৩০ জুন, ২০০৭ তারিখ পর্যন্ত সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিঃ এ মোট ১৩,৮৪,৯২০ টি বিও হিসাব খোলা হয়েছে । এ পর্যন্ত ১১৮টি কোম্পানি ডিপজিটরি ব্যবস্থার আওতায় এসেছে । এর ফলে সিকিউরিটিজ এর লেনদেন নিষ্পত্তির সময়সীমা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এবং জাল শেয়ারের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে । গত ৯ আগষ্ট, ২০০৬ তারিখে সিডিবিএল বিও হিসাবধারীদের জন্য ইন্টারনেট ব্যালান্স এনকোয়ারি অপশন চালু করেছে । এর ফলে বিও হিসাবধারীরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিজের বিও একাউন্টে প্রবেশ করে যাবতীয় তথ্যের ব্যাপারে অবগত হতে সক্ষম হচ্ছেন ।

বর্তমানে সিকিউরিটিজ এর ইস্যু, রেকর্ড সংরক্ষণ ও ইহার লেনদেন স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সম্পন্ন হচ্ছে । কিন্তু এখন পর্যন্ত উক্ত লেনদেনের নিষ্পত্তি স্বয়ংক্রিয় ভাবে সম্পন্ন করার জন্য ভৌত অবকাঠামো গড়ে উঠেনি । ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এ লক্ষ্যে একটি ক্লিয়ারিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে । এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হলে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে লেনদেন ও তার আর্থিক নিষ্পত্তি সম্ভব হবে ।

পুঁজিবাজারে অনিবাসী বাংলাদেশীদের অংশগ্রহণ প্রসারের লক্ষ্যে মোট পাবলিক ইস্যুর ১০% সংরক্ষিত রয়েছে । এর পাশাপাশি আলোচ্য বছরে ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ অনিবাসী বাংলাদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য ১০ কোটি টাকা মূল্যের এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড বাজারে ছেড়েছে । ফলে অনিবাসী বাংলাদেশী বিনিয়োগকারীগণ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের জন্য আইপিও এর ক্ষেত্রে সংরক্ষিত ১০% কোটার বর্ধিত সুবিধা পাবেন । এতে করে নতুন মিউচ্যুয়াল ফান্ড ফ্লোটেশন এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহ অধিকতর আগ্রহী হবে আশা করা যায় ।

আলোচ্য অর্থ বছরে অনিবাসী বাংলাদেশীদের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ষ্টক এক্সচেঞ্জ ও সিটি ব্যাংক এন এ যৌথভাবে বিনিয়োগকারীদের জন্য সম্মেলন অনুষ্ঠান করেছে । সম্মেলনে দেশী বিদেশী পুঁজিবাজার বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন এবং ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকার তুলনায় বাংলাদেশ কেন সম্ভাবনাময় ও পুঁজি

বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় তা বিশদভাবে তুলে ধরেন। সম্মেলনে মৌলভিত্তি সম্পন্ন লাভজনক দেশী ও বিদেশী কোম্পানি সমূহকে পুঁজিবাজার হতে মূলধন সংগ্রহ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। কমিশন পুঁজিবাজারের বিভিন্ন পক্ষ সমূহকে এ ধরনের সম্মেলন অনুষ্ঠানে উদ্বুদ্ধ করছে।

তবে, কমিশন লক্ষ্য করেছে যে নিবন্ধিত মার্চেন্ট ব্যাংকারগণের ইস্যু ব্যবস্থাপনা, অবলেখন ও পোর্টফোলিও বিনিয়োগ কার্যক্রম আশাব্যঞ্জক নয়। মার্চেন্ট ব্যাংকারদেরকে সক্রিয় করা ও তাদের কর্মকান্ডের পরিধি বাড়ানোর লক্ষ্যে অকার্যকর মার্চেন্ট ব্যাংকারদের নিবন্ধন সনদ বাতিল করে পুঁজিবাজার হতে মূলধন সংগ্রহে লাভজনক কোম্পানি সমূহকে উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ এমন আগ্রহী ও উপযুক্ত দেশী বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সনদ দেয়ার ব্যাপারে কমিশন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ৩০ জুন, ২০০৭ পর্যন্ত ৬টি ব্যাংক, ৮টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ১টি ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানি মার্চেন্ট ব্যাংকার এর নিবন্ধন সনদের জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করেছে।

পুঁজিবাজারের সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক ও জনসম্পদ উন্নয়ন এবং তদারকি কার্যক্রম আরো উন্নত করার লক্ষ্যে কমিশন "Improvement of Capital Market Governance Project" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে যা ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে। অন্যান্য বিষয়াবলীর মধ্যে এ প্রকল্প কমিশনের সার্ভেইল্যান্স কার্যক্রমের সংস্কার ও উন্নয়ন, সিকিউরিটিজ এর মূল্য নির্ধারণ ও উহার ফলপ্রসু বিকল্প বিতরণ পদ্ধতির প্রস্তাব, সিকিউরিটিজ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা ও এর কারিকুলাম নির্ধারণে কমিশনকে সহায়তা করবে।

দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়নের জন্য সঠিক নীতিমালা, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা ও পুঁজিবাজারে যুগোপযোগী সংস্কার কর্মসূচী প্রণয়নে উপদেশ দেয়ার নিমিত্ত কমিশন Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর আওতায় উপদেষ্টা কমিটি পুনর্গঠন করেছে। উক্ত কমিটিতে এসইসি'র চেয়ারম্যান সহ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, আইসিবি, সিডিবিএল, বিএপিএলসি, বিআইডিএস, ডিসিসিআই, বিএলএফসি এবং ষ্টক এক্সচেঞ্জ সমূহ এর প্রতিনিধিগণকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচ্য অর্থবছরে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা ২০০৬ সালের জুন মাসের ৩০৩ টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৭ সালের জুন মাসে ৩২৫ টিতে দাঁড়ায়। ৩০ জুন ২০০৭ শেষে সকল সিকিউরিটিজ এর ইস্যুকৃত মূলধন ও ডিবেঞ্চারের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬,৪২৭ কোটি টাকা, যা জুন ২০০৬ এর ৮,৫৭২ কোটি টাকার তুলনায় ৯১.৬৩% বেশী। ৩০ জুন ২০০৭ পর্যন্ত ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের সকল সিকিউরিটিজ এর মোট মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৯,১৬৮ কোটি টাকা, যা জুন ২০০৬ শেষে ২২,৫৩০ কোটি টাকার তুলনায় ১১৮% বেশী। ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের সকল শেয়ার এর মূল্যসূচক ২০০৬ সালের জুন শেষে ১০৪০.৪৭ ছিল, যা ৩০ জুন ২০০৭ এ ১৭৬৪.১৮ তে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৬৯.৫৫% বেশী।

অনুরূপভাবে চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা জুন ২০০৬ সালের ২১৩ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০০৭ এ ২১৯ টি তে দাঁড়িয়েছে। উক্ত এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজ এর ইস্যুকৃত মূলধন ও ডিবেঞ্চারের পরিমাণ জুন ২০০৬ এর শেষে ৬,২৫৩.১৩ কোটি টাকা থেকে ২৯.৫৯% বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৭ সালের ৩০ জুন ৮,১০৩.২৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জের সকল সিকিউরিটিজ এর মোট মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের পরিমাণ জুন ২০০৬ এর ১৯,৬৩৪ কোটি টাকা থেকে ১০৩.৩৩% বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০০৭ এ

দাঁড়ায় মোট ৩৯,৯২৫ কোটি টাকা। চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জের সকল শেয়ার এর মূল্যসূচক জুন ২০০৭ শেষে ৫১৯৪.৭৭ এ দাঁড়ায়, যা জুন ২০০৬ শেষে ২৮৭৯.১৯ ছিল, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৮০.৪২% বেশী।

কমিশনের সকল খরচ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর বিধানানুযায়ী গঠিত কমিশনের তহবিল হতে নির্বাহ করা হয়। কমিশনের আয়, ব্যয়ের তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় প্রতি বছর সরকারের অনুদানের প্রয়োজন হয়। অবশ্য বিগত কয়েক বছরে কমিশনের আয় ক্রমান্বয়ে বাড়ার প্রেক্ষিতে সরকারের অনুদান আলোচ্য ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে মোট ব্যয়ের ২০% এ নেমে এসেছে। ইতোমধ্যে কমিশন নিজস্ব আয় বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং আশা করা যায় ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছর হতে কমিশনের ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারের কোন অনুদানের প্রয়োজন হবে না।

একটি অবাধ, স্বচ্ছ, গতিশীল ও সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার গড়ার লক্ষ্যে কমিশন সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ প্রচেষ্টার অংশীদার সরকার সহ পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কমিশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, দক্ষতা ও পেশাদারী মনোভাব নিয়ে দায়িত্ব পালনের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ফারুক আহমদ সিদ্দিকী
চেয়ারম্যান

১. বাংলাদেশের পুঁজিবাজার

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন :

বাজার অর্থনীতিতে পুঁজিবাজার উদ্বৃত্ত তহবিলের বিকল্প বিনিয়োগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। একটি দক্ষ ও স্বচ্ছ পুঁজিবাজার কোন দেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুঘটক এর ভূমিকা পালন করে। পুঁজিবাজারের গভীরতা ও প্রসারতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা প্রয়োজন। এটি সম্ভব হতে পারে শুধুমাত্র একটি দক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক পুঁজিবাজার সৃষ্টির মাধ্যমে। এ উদ্দেশ্যে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর অধীনে ৮ জুন, ১৯৯৩ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। কমিশন পুঁজি বাজার সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও প্রবিধানমালা ইত্যাদি সিকিউরিটিজ আইন ইস্যুয়ার কোম্পানি, ষ্টক এক্সচেঞ্জ ও পুঁজিবাজারের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সমূহ কর্তৃক যথাযথভাবে পরিপালন করা নিশ্চিত করে থাকে। পুঁজিবাজারে নিম্নবর্ণিত চারটি মূল আইন রয়েছে :

(ক) Securities Act,1920

(খ) Securities and Exchange Ordinance, 1969

(গ) সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এবং

(ঘ) ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯।

ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) :

১৯৫৪ সালে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৬ সাল থেকে। স্বাধীনতাত্তর সময়ে বাংলাদেশ সরকারের কোম্পানি সমূহের জাতীয়করণ নীতির কারণে ষ্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রম স্থগিত হয়ে গেলেও ১৯৭৬ সালে নতুন করে উহার কার্যক্রম শুরু হয়।

ডিএসই আইনগতভাবে একটি স্ব-শাসিত অলাভজনক (Non-profit) প্রতিষ্ঠান। স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ডিএসই তালিকাভুক্ত কোম্পানি সমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে থাকে। Dhaka Stock Exchange (Board and Administration) Regulations, 2000 অনুযায়ী ডিএসই এর নীতি নির্ধারণ/কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। ডিএসই'র ২৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে যাতে ১২ জন পরিচালক ষ্টক এক্সচেঞ্জ সদস্যদের মধ্য হতে এবং অপর ১২ জন কমিশনের অনুমোদনক্রমে ষ্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য নন এমন ব্যক্তিবর্গ হতে নির্বাচিত পরিচালকগণ কর্তৃক মনোনীত হন।

ডিএসই পরিচালনা পর্ষদ কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এক্সচেঞ্জের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করে থাকেন। বর্তমানে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের মোট সদস্য সংখ্যা ২৩৪ যাদের মধ্যে ১৯৪ টি সদস্য কমিশন হতে সিকিউরিটিজ লেনদেনের জন্য নিবন্ধন সনদপ্রাপ্ত। বিধান মোতাবেক প্রত্যেক সদস্যকে কর্পোরেট বডি হতে হবে। বর্তমানে ডিএসই তার অন-লাইন ট্রেডিং কার্যক্রম দেশের বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতেও বিস্তৃত করেছে।

চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই):

চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালে । ইহাও একটি স্ব-শাসিত অলাভজনক প্রতিষ্ঠান এবং পরিচালনা কাঠামো ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এর অনুরূপ। সিএসই বাংলাদেশের শেয়ার বাজারে ১৯৯৮ সালে প্রথম অনলাইন ট্রেডিং কার্যক্রম শুরু করে এবং বর্তমানে ঢাকা, সিলেট, রাজশাহী, বরিশাল, কক্সবাজার, খুলনা ও চট্টগ্রামে অনলাইন ট্রেডিং কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

কমপ্লায়েন্স অফিসার :

সিকিউরিটিজ আইন অনুসারে প্রত্যেক ইস্যুয়ার এবং বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান এ উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড সিকিউরিটিজ আইন অনুসারে যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য একজন কমপ্লায়েন্স অফিসার নিয়োগের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। উক্ত আইনানুযায়ী প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে কমপ্লায়েন্স অফিসার সংশ্লিষ্ট ইস্যুয়ার বা ফার্ম কর্তৃক উহার ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনের ক্ষেত্রে কোন লংঘন হয়ে থাকলে তা উক্ত ইস্যুয়ার বা ফার্মের মূখ্য কর্মকর্তার নজরে আনবেন। মূখ্য কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণের পরও যদি সিকিউরিটিজ আইনের লংঘন অব্যাহত থাকে তবে কমপ্লায়েন্স অফিসার উক্ত লংঘন ষ্টক এক্সচেঞ্জ ও কমিশনকে অবহিত করবেন।

বুক বিল্ডিং পদ্ধতি :

সিকিউরিটিজ এর উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণে বুক বিল্ডিং পদ্ধতি বাজার মধ্যস্থতাকারীগণ কর্তৃক ইস্যুয়ার কোম্পানির ব্যবসায়িক কর্মকান্ড, অর্থ প্রবাহ, আর্থিক ভিত্তি ও সর্বোপরি ব্যবস্থাপনা কাঠামো ইত্যাদি বিবেচনা করে। কমিশন সিকিউরিটিজ এর উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সিলেকটিভ ভিত্তিতে বুক বিল্ডিং পদ্ধতি প্রবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করছে।

ষ্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ এর লেনদেন :

ঢাকা ও চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জে বর্তমানে সিকিউরিটিজ এর লেনদেন স্বয়ংক্রিয় ভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে, ফলে লেনদেনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে নিম্নলিখিত ৪টি বাজার এর মাধ্যমে লেনদেন সম্পন্ন হয়:

(ক) পাবলিক মার্কেট (খ) স্পট মার্কেট (গ) ব্লক মার্কেট (ঘ) অড লট মার্কেট

ও-টি-সি মার্কেট :

২০০২ সালে Securities and Exchange Commission (Over-the-Counter) Rules, 2001 ইস্যু করা হয় যার অধীনে ষ্টক এক্সচেঞ্জ হতে তালিকাচ্যুত ও কমিশনের সম্মতি প্রাপ্ত অ-তালিকাভুক্ত কোম্পানি সমূহের শেয়ার লেনদেন হয়ে থাকে। সিএসই উক্ত সুবিধা প্রদান করেছে, কিন্তু ও-টি-সি মার্কেটে অদ্যাবধি কোন লেনদেন হয়নি।

ষ্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের সেটেলমেন্ট :

ডিএসই ও সিএসই Settelement of Stock Exchange Transaction Regulations, 1998 এ সিকিউরিটিজ লেনদেনের নিষ্পত্তির পদ্ধতি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কোম্পানির মুনাফা, বাণিজ্যিক কর্মকান্ড, এজিএম অনুষ্ঠানে ব্যর্থতা এবং পুঞ্জিভূত লোকসান পরিশোধিত মূলধনের চেয়ে বেশী হওয়া ইত্যাদি বিবেচনায় তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলিকে এ, বি, জি, এন এবং জেড ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা হয়। এই ক্যাটাগরাইজেশন বিনিয়োগকারীদের সিকিউরিটিজ এর গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত হতে সহায়তা করে।

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে তালিকাভুক্ত কোম্পানি সমূহের মধ্যে "এ" ক্যাটাগরিভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা গত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে । তবে "বি" ও "জেড" ক্যাটাগরি কোম্পানির সংখ্যা গত বছরের তুলনায় যথাক্রমে হ্রাস ও বৃদ্ধি পেয়েছে যা নিম্নের ছকে প্রতীয়মান হয়ঃ

ক্যাটাগরি	অর্থ বছর ২০০৬-২০০৭	অর্থ বছর ২০০৫-২০০৬
"এ" ক্যাটাগরি কোম্পানির সংখ্যা	১৪১	১৪০
"বি" ক্যাটাগরি কোম্পানির সংখ্যা	২৮	৩৬
"জেড" ক্যাটাগরি কোম্পানির সংখ্যা	৯৪	৯২
"জি" ক্যাটাগরি কোম্পানির সংখ্যা	১	১
"এন" ক্যাটাগরি কোম্পানির সংখ্যা	৯	-

ধার গ্রহণের মাধ্যমে পুঁজিবাজারে সিকিউরিটিজ এর লেনদেন :

পুঁজিবাজারে যখন তেজীভাব বিরাজ করে এবং শেয়ার মূল্য বাড়তে থাকে তখন বিনিয়োগকারীগণ ব্রোকার অথবা অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে ধার গ্রহণের মাধ্যমে সর্ট সেল করতে পারে। DSE/CSE (Members Margin) Regulations, 2000 অনুযায়ী বিনিয়োগকারীরা তাদের নিজের সম্পদের তুলনায় বেশী বিনিয়োগ করতে পারে এবং তেজী পুঁজিবাজার থেকে পুঁজি তুলতে সক্ষম হয়।

অনুরূপভাবে সর্ট সেল পদ্ধতির মাধ্যমে সিকিউরিটিজ এর যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে বিক্রেতার নিকট শেয়ার না থাকা সত্ত্বেও শেয়ার বিক্রয় করতে পারে। Dhaka / Chittagong Stock Exchange Short Sale Regulations, 2006 অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তি সিকিউরিটিজ বরোয়িং এরেনজম্যান্ট এর মাধ্যমে শেয়ার এর মালিক না হওয়া সত্ত্বেও শেয়ার বিক্রি করতে পারে। এই পদ্ধতি বাজারে সিকিউরিটিজ সরবরাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে যা বিক্রেতা, ঋণদাতা এবং ব্রোকারেজ ফার্মগুলির জন্য লাভজনক হতে পারে।

বন্ড মার্কেট :

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার মূলতঃ ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ নির্ভর। বর্তমানে মাত্র ৮টি কোম্পানির ১৪ কোটি টাকার ডিবেঞ্চার ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত রয়েছে। ইতোমধ্যেই কমিশন বন্ড ইস্যু ও তালিকাভুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট খরচ সমূহ ব্যাপক ভাবে হ্রাস করেছে। এতে করে আশা করা যায় উদ্যোক্তাগণ প্রাইভেট প্লেসমেন্ট ব্যতিরেকেও পাবলিক ইস্যুর মাধ্যমে বাজারে বন্ড ছাড়তে আগ্রহী হবেন।

বাংলাদেশ গভর্মেন্ট ট্রেজারী বন্ড রুলস, ২০০৩ এর আওতায় সরকার ৫ ও ১০ বছর মেয়াদী সরকারী বন্ড ইস্যু করে। এই সকল বন্ড হস্তান্তর যোগ্য এবং বর্তমানে ও-টি-সি এর ভিত্তিতে লেনদেন হচ্ছে। সরকারী বন্ডের পরিচিতি এবং বাজারের গভীরতা বাড়াতে বিগত ১ জানুয়ারি, ২০০৫ ইংরেজী তারিখ থেকে বন্ডের সেকেন্ডারি মার্কেট লেনদেন শুরুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০০৭ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জে ৪৪টি সরকারী ট্রেজারী বন্ড তালিকাভুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন জটিলতার কারণে বন্ডের লেনদেন এখন পর্যন্ত জনপ্রিয় করা যায়নি। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন, এনবিআর এবং অর্থ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয় এর সমন্বয়ে বন্ড মার্কেটের উন্নয়ন এবং অন্যান্য জটিলতা নিরসনের জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে ।

প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন :

এসইসি বিগত ফেব্রুয়ারি ২০০৬ তারিখে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন এর উন্নয়নকল্পে comply অথবা explain ভিত্তিতে কর্পোরেট গভর্ন্যান্স গাইড লাইন জারী করেছে। এই গাইড লাইনে বোর্ড এর সদস্য সংখ্যা ৫-২০ নির্ধারণ, ইনডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর, কোম্পানি সচিব, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগীয় প্রধান নিয়োগের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। গাইড লাইন অনুসারে চেয়ারম্যান এবং সিইও প্রেফারএবলি আলাদা ব্যক্তি হবেন। উক্ত গাইড লাইন অনুযায়ী উল্লিখিত করণীয় বিষয়াবলীর পরিপালন সম্পর্কিত তথ্য বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত থাকার বিধান রয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে কমিশনে উপস্থাপিত তালিকাভুক্ত কোম্পানি সমূহের আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষান্তে কোম্পানি সমূহ কর্তৃক উক্ত গাইড লাইনস পরিপালনে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাচ্ছে। কমিশন উক্ত গাইডলাইনস্ এর প্রয়োগ নিশ্চিত করে।

ডেরিভেটিভস :

ডেরিভেটিভ সিকিউরিটিজ অপশনস, ফিউচারস ইত্যাদি লেনদেনের জন্য বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে বর্তমানে কোন আইনগত কাঠামো নেই এবং এ বিষয়ে বাজার মধ্যস্থতাকারী এবং বিনিয়োগকারীদের জ্ঞান সীমিত। সিএসই বর্তমানে ডেরিভেটিভ প্রডাক্ট এর উপর প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করেছে। অদূর ভবিষ্যতে কমিশন আইন প্রণয়ন করবে যার ভিত্তিতে ডেরিভেটিভ ইন্সট্রুমেন্ট লেনদেন হবে।

বৈদেশিক পোর্টফোলিও বিনিয়োগ :

কিছু সংখ্যক সেক্টর ছাড়া বাংলাদেশে যে কোন বিদেশী কোম্পানি ১০০% বিনিয়োগ করতে পারে। Foreign Private Investment (Promotion & Protection) Act 1980 অনুযায়ী বাংলাদেশী বিনিয়োগকারীদের মত বিদেশী বিনিয়োগকারীরা সব ধরনের সুবিধা ভোগ করতে পারে। তবে তাদেরকে বাংলাদেশ ব্যাংক এর Foreign Exchange Regulations মেনে চলতে হয়। আলোচ্য অর্থ বছরে অনিবাসী বিনিয়োগকারী কর্তৃক পোর্টফোলিও বিনিয়োগ এর পরিমাণ ৮৩৫.৯২ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ২৪২.০৬ কোটি টাকা। অনিবাসী বিনিয়োগকারী কর্তৃক পোর্টফোলিও বিনিয়োগের বিবরণ "পরিশিষ্ট -১০ ও ১১" তে প্রদান করা হল।

এসইসি'র উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত :

পুঁজিবাজারের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা এবং ইহার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্যে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখে এসইসি'র উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসইসি'র চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অর্থ মন্ত্রণালয়সহ আইসিবি, সিডিবিএল, বিএপিএলসি, বিআইডিএস, ডিসিসিআই, বিএলএফসি এবং ষ্টক এক্সচেঞ্জ সমূহ এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপদেষ্টা কমিটির সদস্যরা শেয়ারবাজারের উন্নয়নে এসইসিকে নানাবিধ পরামর্শ প্রদান করেন। কমিটির সদস্যগণ পুঁজিবাজারের গভীরতা বাড়াতে ভালো কোম্পানির শেয়ারের সরবরাহ বাড়ানো, রাষ্ট্রায়ত্ত বিভিন্ন লাভজনক কোম্পানির শেয়ার বাজারে ছাড়া, বন্ড মার্কেটের প্রসার ঘটানো ইত্যাদি বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করেন। এছাড়াও নতুন নতুন মিউচ্যুয়াল ফান্ড বাড়ানো, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিত করা, প্রবাসী ও বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার উদ্যোগ নেয়ার বিষয়েও কমিটি জোর দেন।

ছবিতে উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব ফারুক আহমদ সিদ্দিকী

"ক্রেডিট রেটিং এবং পুঁজিবাজার উন্নয়ন" এর উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত :

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক এর যৌথ উদ্যোগে ৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৬ তারিখে "ক্রেডিট রেটিং এবং পুঁজিবাজার উন্নয়ন" এর উপর এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর ড: সালেহউদ্দীন আহমেদ, এসইসি'র চেয়ারম্যান ফারুক আহমদ সিদ্দিকী, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ওসমান মুরাদ এবং এসসিবি এ-থ্রি ক্যাপিটাল মার্কেট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাধুর মেহতা উক্ত সেমিনারে বক্তব্য পেশ করেন। এসইসি'র চেয়ারম্যান বলেন, বিনিয়োগকারী ও পাওনাদারদের স্বার্থ রক্ষার্থে ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিগুলোকে স্বাধীন এবং পক্ষপাতহীনভাবে কোম্পানি সমূহের রেটিং কর্মকান্ড সম্পাদনের মাধ্যমে তাদের কাজের স্বচ্ছতা ও বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখতে হবে।

সিডিবিএল-এর বিও হিসাবধারীদের জন্য ইন্টারনেট ব্যালান্স এনকোয়ারি অপশন চালু :

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান ৯ আগষ্ট ২০০৬ তারিখে সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিঃ (সিডিবিএল)-এর গ্লোবাল ইন্টারনেট সিকিউরিটিজ ব্যালান্স এনকোয়ারি এন্ড পোর্টফোলিও ভেল্যুয়েশন সার্ভিস উদ্বোধন করেন। বিও হিসাবধারীগণ প্রত্যেকে বার্ষিক ২০০ টাকা সিডিবিএল কে পরিশোধ করে সেন্ট্রাল ডিপজিটরি সিষ্টেম হতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিজের সিডিএস একাউন্টে প্রবেশ করতে পারবেন এবং একাউন্টের যাবতীয় তথ্যের প্রিন্ট আউট নিতে পারবেন।

ছবিতে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব ফারুক আহমদ সিদ্দিকী কে সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিঃ (সিডিবিএল)-এর গ্লোবাল ইন্টারনেট সিকিউরিটিজ ব্যালান্স এনকোয়ারি এন্ড পোর্টফোলিও ভেল্যুয়েশন সার্ভিস উদ্বোধন করতে দেখা যাচ্ছে।

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ প্রতিনিধি দলের জন্য এসইসি'র সেমিনার :

পুঁজিবাজার সংক্রান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (NDC) এর ৪৭ জন সদস্যের এক প্রতিনিধিদল ২২ মে ২০০৭ তারিখে এসইসি পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিদল পুঁজিবাজার উন্নয়নে এসইসি এর ভূমিকার প্রশংসা করেন। উল্লিখিত কার্যক্রম সমূহে কমিশনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন, রুলস-রেগুলেশন, রেগুলেটরী কাঠামো, সার্ভেইল্যান্স সিষ্টেম, ডিপজিটরি সিষ্টেম ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।

ছবিতে অন্যান্যের মধ্যে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব ফারুক আহমদ সিদ্দিকী এবং এনডিসি এর কমানডেন্ট মেজর জেনারেল আবু তৈয়ব মোহাম্মদ জহিরুল হক পিএসসিকে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ক্যাপিটাল মার্কেট ইন্সটিটিউট এর সংঘ বিধি ও সংঘ স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান :

পুঁজিবাজার মধ্যস্থতাকারীদের শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত করতে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন, ইক এক্সচেঞ্জ এবং অন্যান্য উদ্যোক্তাদের সহযোগিতায় বাংলাদেশে একটি সিকিউরিটিজ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে। উক্ত ট্রেনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাগণ ইতোমধ্যে ইন্সটিটিউট এর সংঘ বিধি ও সংঘ স্মারক এ স্বাক্ষর করেছেন। আশা করা যায় এই ইন্সটিটিউটটি প্রতিষ্ঠিত হলে পুঁজিবাজারের এ ধরনের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ হবে।

বাংলাদেশ ক্যাপিটাল মার্কেট ইন্সটিটিউট এর সংঘ বিধি ও সংঘ স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব ফারুক আহমদ সিদ্দিকীকে সভাপতিত্ব করতে দেখা যাচ্ছে।

কমিশন নিম্ন বর্ণিত বিভাগ সমূহের মাধ্যমে দৈনন্দিন কর্মকান্ড সম্পাদন করে থাকে:

২. ক্যাপিটাল ইস্যু বিভাগ

ইস্যুয়ার কোম্পানি কর্তৃক পুঁজি উত্তোলন এবং কোন সিকিউরিটিজ এর মেয়াদ পূর্তিতে পরিশোধ অথবা নবায়ন কিংবা স্থগিত করণ এর ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত এবং অ-তালিকাভুক্ত কোম্পানি সমূহের কমিশনের সম্মতির প্রয়োজন হয়। কমিশনে ইস্যুয়ার কর্তৃক উপস্থাপিত আবেদন নিম্নবর্ণিত আইনের অধীনে পরীক্ষান্তে উপযুক্ত বিবেচিত হলে মূলধন উত্তোলনের ক্ষেত্রে কমিশন সম্মতি প্রদান করে থাকে:

Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, 2001

Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2006

Securities and Exchange Commission (Rights Issue) Rules, 2006

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটি ইস্যু) বিধিমালা, ২০০৪

পাবলিক ইস্যু অব সিকিউরিটিজ :

পাবলিক অফারিং এর মাধ্যমে মূলধন উত্তোলন করতে হলে ইস্যুয়ার কোম্পানি সমূহকে Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2006 পরিপালন করতে হয়। এই আইনের অধীনে কমিশন এর নিবন্ধিত একজন ইস্যু ম্যানেজার এবং প্রস্তাবিত ইস্যুর অবলেখন এর জন্য কমিশন এর নিবন্ধিত অবলেখক এর প্রয়োজন হয় । বাজারে শেয়ার ছাড়তে আগ্রহী ইস্যুয়ার ইস্যু ম্যানেজারের সহায়তায় প্রসপেক্টাস প্রস্তুত করে থাকে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে থাকে যা কমিশনে খসড়া প্রসপেক্টাস এর সাথে দাখিল করতে হয়।

খসড়া প্রসপেক্টাসে অবশ্যই কোম্পানির নাম, ব্যবসার ধরন এবং সম্পদের বর্ণনা, প্রতিযোগীতা, সাধারণ জনগণের জন্য প্রস্তাবিত শেয়ারের সংখ্যা এবং দাম, প্রকার, ইস্যু ম্যানেজার সম্পর্কিত তথ্য, আন্ডাররাইটার, পরিচালক এবং মূখ্য কর্মকর্তা ও তাদের ক্ষতিপূরণ, সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে লেনদেনের তথ্য, ঝুঁকি উপাদান সমূহ, অর্থনৈতিক শর্তসমূহ, লক- ইন প্রভিশন, সাবসক্রিপশন ওপেনিং, ক্লোজিং এবং রিফান্ড প্রভিশন, অফারিং বাতিল অথবা শেয়ার বরাদ্দ না পাওয়া সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি সন্নিবেশিত করতে হয়। কোম্পানির প্রস্তাবিত শেয়ারের মূল্য ইস্যু ম্যানেজার এর সহযোগিতায় ইস্যুয়ার দ্বারা নির্ধারিত হয়। যদিও পূর্ণ তথ্য প্রকাশের ভিত্তিতে কমিশন প্রসপেক্টাস ইস্যুর সম্মতি প্রদান করে থাকে, তথাপি কমিশন এক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিছু শর্তাবলীর পরিপালন নিশ্চিত করে যাতে করে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০০৭ পর্যন্ত পুঁজিবাজারে ১০টি কোম্পানির আইপিও (Initial Public Offer) এর মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগ হয়েছে ৩৮৬.৩৩ কোটি টাকা (প্রিমিয়ামসহ)। উক্ত ১০টি কোম্পানির ৩৮৬.৩৩ কোটি টাকার বিপরীতে চাঁদা গ্রহণের পরিমাণ ছিল ৩৩৮৭.৩৪ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানি সমূহের শেয়ার ক্রয়ের জন্য সাধারণ বিনিয়োগকারীগণের আবেদনের পরিমাণ ছিল পাবলিক ইস্যু অঙ্কের ৮.৭৭ গুণ যা প্রাথমিক বাজারে সিকিউরিটিজ এর ব্যাপক চাহিদার পরিচায়ক। আলোচ্য সময়ে যে সকল কোম্পানি প্রাথমিক গণ প্রস্তাবে (IPO) গিয়েছে তার বিবরণ "পরিশিষ্ট -১" এ প্রদান করা হলো।

বিগত বছর সমূহে পুঁজিবাজারে প্রাথমিক গণ প্রস্তাবে (আইপিও) সাধারণ বিনিয়োগকারীগণের অংশ গ্রহণের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো :

অর্থ বছর	কোম্পানির সংখ্যা	প্রাথমিক গণ প্রস্তাবের পরিমাণ (কোটি টাকা)	চাঁদা জমার পরিমাণ (কোটি টাকা)	অতিরিক্ত চাঁদা জমার পরিমান (গুণ)
২০০২-০৩	১৩	১১৬.১২	৪০৪.৮৯	৩.৩৯
২০০৩-০৪	৫	৭২.৩০	৬১৪.৭৮	৮.৫০
২০০৪-০৫	১৪	১১৫.৯১	১২৭০.৯৭	১০.৯৬
২০০৫-০৬	৮	৯৯.০৫	১৩৯৪.৩১	১৪.০৮
২০০৬-০৭	১০	৩৮৬.৩৩	৩৩৮৭.৩৪	৮.৭৭

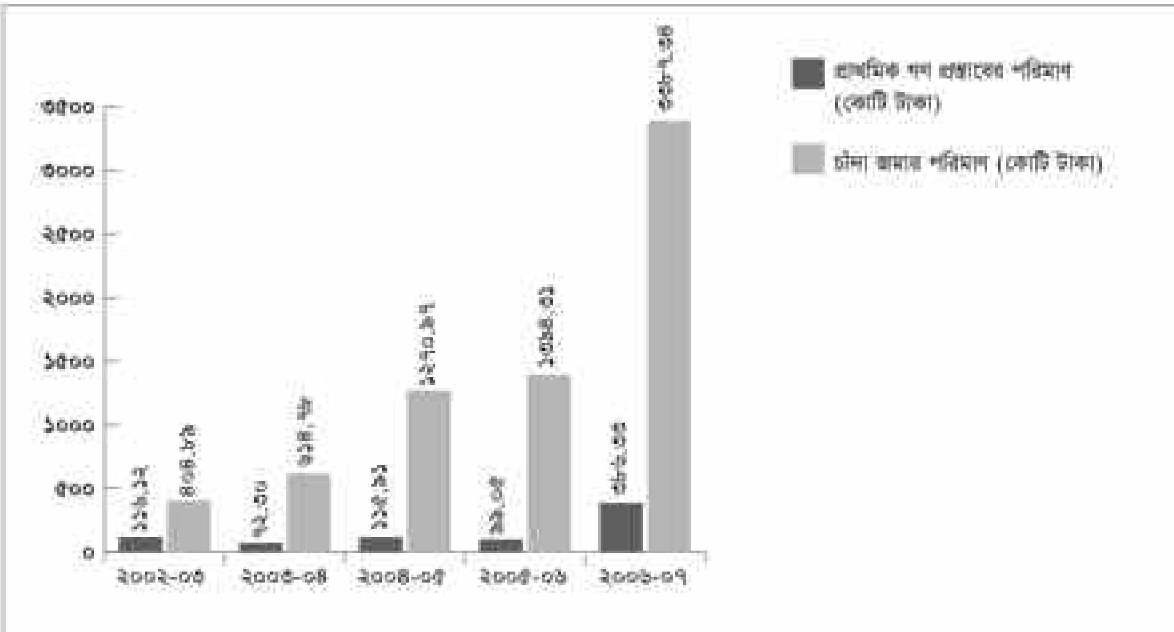

প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর ভিত্তিতে সিকিউরিটিজ ইস্যু :

প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে পুঁজি উত্তোলনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, 2001 মোতাবেক কোম্পানি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য এবং কাগজপত্র কমিশনে জমা দিতে হয়। সম্মতি প্রদানের সময় কমিশন অন্যান্য বিষয়াবলীর সাথে নিম্নবর্ণিত কিছু শর্ত আরোপ করে থাকে যা ইস্যুয়ার কোম্পানি সমূহকে তাদের কর্পোরেট গভর্ন্যান্স উন্নয়নে সহায়তা করে এবং তাদেরকে পাবলিক অফারের মাধ্যমে মূলধন উত্তোলনের জন্য উপযোগী করে তোলে-

- সময়মত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ এবং কমিশনে দাখিল
- পেটি ক্যাশ ব্যতিরেকে কোম্পানির ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সকল লেনদেন সম্পাদন করা।

মূলধন উত্তোলন :

অর্থ বছর ২০০৬-০৭ সময়ে কমিশন পাবলিক ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মূলধন বৃদ্ধির জন্য Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, 2001 এর অধীনে ৪৫টি পাবলিক ও ৩৮টি প্রাইভেট লিঃ কোম্পানিকে সাধারণ শেয়ার, বোনাস শেয়ার, প্রেফারেন্স শেয়ার, জিডিআর ও ডেট সিকিউরিটিজ ইস্যুর মাধ্যমে যথাক্রমে ৩,১১৯.৬৮ কোটি ও ২,০৮১.২৫ কোটি টাকার মূলধন উত্তোলনের জন্য সম্মতি প্রদান করেছে যার বিভাজন নিম্নে প্রদান করা হলো :

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি :

মূলধন উত্তোলনের মাধ্যম	কোম্পানির সংখ্যা	মোট মূলধন (কোটি টাকা)
সাধারণ শেয়ার	৩০	১৭৮৭.২২
ডিবেঞ্চার	১	২.৫০
রাইট শেয়ার	২	১১২০.০০
বোনাস শেয়ার	৯	৪০.৯৬
প্রেফারেন্স শেয়ার	১	৬০.০০
কনভার্টিবল প্রেফারেন্স শেয়ার	১	৯.০০
জিডিআর	১	১০০.০০
মোট	৪৫	৩১১৯.৬৮

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি :

মূলধন উত্তোলনের মাধ্যম	কোম্পানির সংখ্যা	মোট মূলধন (কোটি টাকা)
সাধারণ শেয়ার	২৯	৬৭৮.৭৯
ডিবেঞ্চার	৩	৭.৭৫
রাইট শেয়ার	১	১১২০.০০
বোনাস শেয়ার	১	০.৯৬
প্রেফারেন্স শেয়ার	৪	২৭৩.৭৫
মোট	৩৮	২০৮১.২৫

রাইটস্ ইস্যু :

Securities and Exchange Commission (Rights Issue) Rules, 2006 এর আওতায় তালিকাভুক্ত কোম্পানি সমূহকে পুনরায় পুঁজি উত্তোলনের ক্ষেত্রে ইহার বর্তমান শেয়ার হোল্ডারদের কাছে শেয়ার বিক্রির প্রস্তাব কমিশন অনুমোদন দেয়। উক্ত আইন অনুযায়ী রাইট ইস্যু এবং ইহার মূল্য কোম্পানির সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়।

আলোচ্য সময়ে কমিশন Securities and Exchange Commission (Rights Issue) Rules, 2006 অনুযায়ী ৬টি কোম্পানিকে ৩৩৫.২৬ কোটি টাকার রাইট ইস্যুর সম্মতি প্রদান করেছে। ২০০৫-০৬ এ ৭টি কোম্পানিকে ১৫৩.৭২ কোটি টাকার ও ২০০৪-০৫ এ ৩টি কোম্পানি কে ৪৪.৭৬ কোটি টাকার রাইট ইস্যুর সম্মতি প্রদান করা হয়েছিল।

৩. কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ

কমিশনের কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ ইস্যুয়ার কোম্পানি সমূহের প্রাথমিক ইস্যু পরবর্তী কার্যক্রম সিকিউরিটিজ আইনের আলোকে তদারকি করে থাকে। উক্ত তদারকির আওতায় কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ ইস্যুয়ার কোম্পানি সমূহের নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন ও অনিরীক্ষিত অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষা করাসহ ইস্যুয়ার কোম্পানি সমূহ কর্তৃক সিকিউরিটিজ আইনের বিধান অনুযায়ী নিরীক্ষক নিয়োগ, যথাসময়ে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান, ঘোষিত লভ্যাংশ যথাসময়ে প্রদান করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করে থাকে।

জুলাই ২০০৬ থেকে জুন ২০০৭ সময়কালে কমিশনের কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি ও সম্পাদিত গুরুত্বপুর্ণ কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো :

আলোচ্য অর্থ বছরে কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগের তদারকি কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত ও জোরদার করা হয়েছে। সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী ইস্যুয়ার কোম্পানি সমূহ প্রতি পঞ্জিকা বছরে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত করছে কিনা তা নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

ইস্যুয়ার কোম্পানি সমূহের বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রমের অডিও ভিজ্যুয়াল রেকডিং নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। পর্যবেক্ষণে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান/পরিচালনায় কোন ত্রুটি বিচ্যুতি/অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সিকিউরিটিজ আইনের সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান এবং Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) কর্তৃক গৃহীত International Accounting Standard (IAS) অনুযায়ী ইস্যুয়ার কোম্পানি সমূহের আর্থিক বিবরণী সমূহ প্রস্তুত করা হচ্ছে কিনা তা নিয়মিতভাবে দেখা হচ্ছে। আর্থিক বিবরণীর উপর তদারকি জোরদার করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইস্যুয়ার কোম্পানি এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করার ফলে কোম্পানি সমূহের আর্থিক বিবরণীর স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে যে, নিরীক্ষকগণ বার্ষিক আর্থিক বিবরণীর উপর তাদের বিরূপ মন্তব্যও নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, নিরীক্ষকদের প্রতিবেদনে উল্লিখিত বিরূপ মন্তব্যের উপর ভিত্তি করে কমিশন সংশ্লিষ্ট কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। কমিশন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের কারণে বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ পূর্বের তুলনায় আরো দায়িত্বের সাথে কার্য সম্পাদন করছে।

কোম্পানি সমূহ কর্তৃক ঘোষিত লভ্যাংশ যথা সময়ে প্রদান সংক্রান্ত বিষয়েও তদারকি জোরদার করা হয়েছে। এর ফলে কোম্পানি সমূহ কর্তৃক ঘোষিত লভ্যাংশ প্রদান না করার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে।

ষ্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানি সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত কর্পোরেট গভর্ন্যান্স গাইডলাইনস প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা দেখা হচ্ছে।

প্রতিবেদনাধীন বছরে কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত বিবিধ কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপ নিম্নে পরিবেশিত হলো :

ক্রমিক নং	বিবরণ	গৃহীত ব্যবস্থার সার-সংক্ষেপ	কোম্পানির সংখ্যা
১	নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী	ক) নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী দাখিল না করায় কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কমিশনের এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ।	৪২
		খ) নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর উপর কোম্পানির নিকট থেকে ব্যাখ্যা তলব।	৯৯
		গ) কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হওয়ায় কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কমিশনের এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ।	২৮
২	অনিরীক্ষিত অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন	ক) অনিরীক্ষিত অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক বিবরণী দাখিল না করায় কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কমিশনের এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ।	২১
		খ) অনিরীক্ষিত অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক বিবরণী Bangladesh Accounting Standard (BAS-34) মোতাবেক প্রস্তুত না করার জন্য কোম্পানির নিকট থেকে ব্যাখ্যা তলব।	৮১
		গ) কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণে কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কমিশনের এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ।	৭
৩	বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক নিয়োগ	ক) নিরীক্ষক পুনঃ নিয়োগের জন্য (পরপর তিন বছরের বেশী) সম্মতি প্রদান।	২৪
		খ) কমিশনের সম্মতি ব্যতিরেকে নিরীক্ষক পুনঃ নিয়োগ করায় কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কমিশনের এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ।	৭
৪	বার্ষিক সাধারণ সভা	বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান না করার কারণে কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কমিশনের এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ।	২৫
৫	বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রমের অডিও ভিজ্যুয়াল রেকর্ডিং	ক) বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রমের অডিও ভিজ্যুয়াল রেকর্ডিং দাখিল না করার জন্য কোম্পানির নিকট থেকে ব্যাখ্যা তলব।	২০
		খ) কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হওয়ায় কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কমিশনের এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ।	৬
৬	লভ্যাংশ পরিশোধ সংক্রান্ত বিবরণী	ক) লভ্যাংশ পরিশোধ সংক্রান্ত বিবরণী দাখিল না করার কারণে কোম্পানির নিকট থেকে ব্যাখ্যা তলব।	১৪

৪. নিবন্ধন বিভাগ

পুঁজিবাজারে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল বাজার মধ্যস্থতাকারীদের এসইসি'র নিবন্ধন এর বিধান রয়েছে। উক্ত নিবন্ধন এসইসিকে বাজার মধ্যস্থতাকারীদের কর্মকান্ড আরো দক্ষতার সাথে পর্যবেক্ষণে সহায়তা করে।

ষ্টক ব্রোকার/ডিলারের নিবন্ধন সনদ প্রদান ও নবায়ন :

কমিশন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (ষ্টক-ডিলার, ষ্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ ও তৎপরবর্তী সংশোধনী অনুযায়ী আলোচ্য অর্থ বছরে ২১টি ষ্টক ব্রোকার নিবন্ধন সনদ প্রদান করেছে এবং ১৮১টি ষ্টক ব্রোকার/ষ্টক ডিলার নিবন্ধন সনদ নবায়ন করেছে।

অনুমোদিত প্রতিনিধির নিবন্ধন সনদ প্রদান ও নবায়ন :

কমিশন একই সময়ে ৪৮৭ জন ষ্টক ব্রোকার/ডিলার প্রতিষ্ঠান এ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে এবং ৭৫ জন অনুমোদিত প্রতিনিধির নিবন্ধন সনদ নবায়ন করেছে।

ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীর নিবন্ধন সনদ প্রদান ও নবায়ন :

উল্লিখিত সময়ে কমিশন, ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩ এর অধীনে ২৬টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী নিবন্ধন সনদ প্রদান করেছে এবং ১৫১টি ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীর নিবন্ধন সনদ নবায়ন করেছে।

মিউচ্যুয়াল ফান্ড :

বাংলাদেশে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ অনুসারে মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং যে কোন যৌথ বিনিয়োগ স্কিমকে এসইসি কর্তৃক নিবন্ধিত হতে হয়। মিউচ্যুয়াল ফান্ড নিবন্ধন ও বাজারজাতকরণের জন্য মোট চারটি পক্ষের প্রয়োজন হয়, যথা- উদ্যোক্তা, সম্পদ ব্যবস্থাপক, ট্রাস্টি ও হেফাজতকারী। উদ্যোক্তা উক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর মূলধন যোগান এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি, হেফাজতকারী এবং ট্রাস্টি নিয়োগ দিয়ে থাকে।

এছাড়া ট্রাস্ট এ্যাক্ট, ১৮৮২ এর প্রয়োজনীয় শর্তানুযায়ী ট্রাস্ট দলিল এর খসড়া প্রণয়ন করে এসইসি থেকে অনুমোদন নেয় এবং রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট, ১৯০৮ এর অধীনে নিবন্ধিত হয়। সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি, হেফাজতকারী এবং ট্রাস্টি তাদের স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনের জন্য অবশ্যই কমিশনের নিবন্ধনের প্রয়োজন হয়।

মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর লক্ষ্য অনুযায়ী সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ মোতাবেক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি এবং হেফাজতকারী ট্রাস্ট দলিল এর সাথে সঙ্গতি রেখে কাজ করছে কিনা ট্রাস্টি তা নিশ্চিত করে। হেফাজতকারী সিকিউরিটি জমা রাখে এবং সম্পদ ব্যবস্থাপককে কমিশন কর্তৃক আরোপিত বিনিয়োগের শর্ত পরিপালন করতে হয়।

কমিশন সম্পদ ব্যবস্থাপক হিসাবে এপর্যন্ত আইসিবি এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ ও এসেট এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস অব বাংলাদেশ লিঃ এর অনুকূলে সম্পদ ব্যবস্থাপক নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে। উল্লেখ্য কমিশন এযাবৎ ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি (বিজিআইসি) ও গ্রামীণ ফান্ডের অনুকূলে ট্রাস্টি নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে। আলোচ্য সময়কালে কমিশন আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড (ক্লোজড-এন্ড) অনুমোদন করেছে। বর্তমানে প্রাইভেট সেক্টরে ২টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডসহ সর্বমোট ১৪টি (ক্লোজড-এন্ড) মিউচ্যুয়াল ফান্ড তালিকাভুক্ত আছে। এছাড়া বাজারে মোট তিনটি 'ওপেন-এন্ড' মিউচ্যুয়াল ফান্ড চালু আছে।

মার্চেন্ট ব্যাংক :

পুঁজিবাজারে শেয়ার ছাড়ার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মার্চেন্ট ব্যাংকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মার্চেন্ট ব্যাংকারগণ ইস্যুয়ার কোম্পানির ইস্যু ব্যবস্থাপক, অবলেখক ও পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করে থাকে। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর অধীনে কমিশন এযাবৎ ২৯টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেট ইস্যু করেছে। এর মধ্যে ২২টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইস্যু ব্যবস্থাপক, অবলেখক ও পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপকের কর্মকান্ড পরিচালনা করার, ৬টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইস্যু ব্যবস্থাপকের কর্মকান্ড পরিচালনা করার এবং ১টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে শুধুমাত্র পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপকের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়।

ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি :

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এর Credit Rating Companies Rules, 1996 অনুযায়ী কর্পোরেট ডেট সিকিউরিটিজ, রাইট শেয়ার এবং প্রিমিয়ামে শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ভাবে রেটিং এর প্রয়োজন হয়। ইস্যুয়ার কর্তৃক আসল ও সুদ পরিশোধের সামর্থ্যের ব্যাপারে ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি রেটিং এর মাধ্যমে মতামত প্রদান করে থাকে। সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটিজ ইস্যুর ক্ষেত্রেও ক্রেডিট রেটিং এর প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্রেডিট রেটিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্রেডিট রেটিং একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিনিয়োগকারীগণ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং বিবেচনা করে কোন কোম্পানির আর্থিক অবস্থা, ব্যবস্থাপনা দক্ষতাসহ সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারে। কমিশন Credit Rating Companies Rules, 1996 এর অধীনে Credit Rating Information and Services Ltd. (CRISL) এবং Credit Rating Agency of Bangladesh Ltd. (CRAB) নামে দুটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নিবন্ধন সনদ প্রদান করেছে। এ দুটি রেটিং কোম্পানি যাতে আরও স্বচ্ছতা ও বস্তুনিষ্ঠভাবে রেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করে সে জন্য কমিশন International Organization of Securities Commission (IOSCO) কর্তৃক প্রণীত রেটিং কোম্পানি সমূহের জন্য অনুসরণীয় Code of Conduct পরিপালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে।

সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটি ইস্যুর ট্রাস্টি :

সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটি ইস্যুর ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করতে হলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটি ইস্যু) বিধিমালা, ২০০৪ এর অধীনে নিবন্ধনের প্রয়োজন হয়। আলোচ্য অর্থ বছরে কমিশন বাংলাদেশ

জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ও ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ এর অনুকূলে সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটি ইস্যুর ট্রাস্টি নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে। উপরোক্ত বিধিমালার অধীনে কমিশন এ সময়ে তদারকি কর্মকর্তা নিয়োগের বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। উল্লেখ্য সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটি ইস্যু) বিধিমালা, ২০০৪ এর অধীনে কমিশন এযাবৎ আইসিবি, বিজিআইসি ও ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ এর অনুকূলে ট্রাস্টি নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে।

সিকিউরিটি হেফাজতকারী নিবন্ধন সনদ ইস্যু :

সিকিউরিটি হেফাজতকারী হিসেবে কাজ করতে হলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিকিউরিটি কাস্টডিয়াল সেবা) বিধিমালা, ২০০৩ এর অধীনে নিবন্ধনের প্রয়োজন হয়। কমিশন এ পর্যন্ত স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন ও ঢাকা ব্যাংক লিঃ এর অনুকূলে সিকিউরিটি হেফাজতকারী নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে। আলোচ্য সময়ে কমিশন সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড এবং আইডিএলসি অব বাংলাদেশ লিমিটেডের অনুকূলে সিকিউরিটি হেফাজতকারী নিবন্ধন সনদ ইস্যু করে।

মুদারাবা পারপিচ্যুয়াল বন্ডের ট্রাস্টি অনুমোদন :

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ৩০০ কোটি টাকার মুদারাবা পারপিচ্যুয়াল বন্ডের ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করার জন্য আইসিবিকে অনুমতি প্রদান করে।

৫. স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি

পুঁজিবাজারে বিদ্যমান সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী সিকিউরিটিজ সমূহ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয় :

(১) Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2006 অনুযায়ী আইপিও এর মাধ্যমে।

(২) DSE and CSE Direct Listing Regulations, 2006 অনুযায়ী ডাইরেক্ট লিস্টিং এর মাধ্যমে।

(৩) Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর ১০ ধারা অনুযায়ী কমিশন জনস্বার্থে যদি কোন নির্দিষ্ট সিকিউরিটি স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি করা সমীচীন মনে করে তাহলে এতদউদ্দেশ্যে নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে।

কোম্পানির অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন হলে পাবলিক ইস্যুর মাধ্যমে তা সংগ্রহ করে, কোন কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ যদি তাদের শেয়ারের অংশ বিশেষ বিক্রয় করতে চায় সেক্ষেত্রে সরাসরি তালিকাভুক্তির মাধ্যমে করা হয়। শেষোক্ত পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোম্পানি সমূহ ইচ্ছা না করলেও কমিশন কর্তৃক বিবেচিত হলে সেক্ষেত্রে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়।

২০০৬ -২০০৭ অর্থ বছরে ৯টি কোম্পানি এবং ১টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং ৪টি কোম্পানি চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়েছে। উক্ত কোম্পানি সমূহ ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের তথ্য নিম্নের টেবিল এ তুলে ধরা হলো:

ইস্যুয়ারের নাম	ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তির তারিখ		পরিশোধিত মূলধন (কোটি টাকা)
	ঢাকা	চট্টগ্রাম	
পিজিসিবি (ডাইরেক্ট লিষ্টিং)	৯.১০.০৬		৩৬৪.৩৬
লংকা বাংলা ফাইন্যান্স লিঃ	১৮.১০.০৬		৩৫.০০
বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইনান্স কোঃ লিঃ	৯.১১.০৬		১৬.৩৩
আইপিডিসি	৩০.১১.০৬	৩১.১২.২০০৬	৬১.৭০
ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ	২৩.০১.০৭	৩১.০১.২০০৭	১০০.০০
প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ	১২.০২.০৭		৭.৫০
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ	২১.৩.০৭		১৮৭.১৬
আইসিবি এএমসিএল ফার্ষ্ট এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২১.০৩.০৭		১০.০০
প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ	২৩.০৫.০৭	২৭.০৫. ২০০৭	১৬৯.০০
গোল্ডেন সন লিঃ	২০.০৫.০৭	২২.০৫.২০০৭	২৫.০৩
মোট			৯৭৬.০৮

বিগত পাঁচ বছরে ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তির চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

অর্থবছর	ইস্যুয়ার কোম্পানির সংখ্যা	
	ডিএসই	সিএসই
২০০৬-০৭	৯	৪
২০০৫-০৬	১৯	৭
২০০৪-০৫	৫	৪
২০০৩-০৪	১০	১০
২০০২-০৩	৩	৩
মোট	৪৬	২৮

তালিকাভুক্তির চিত্রঃ

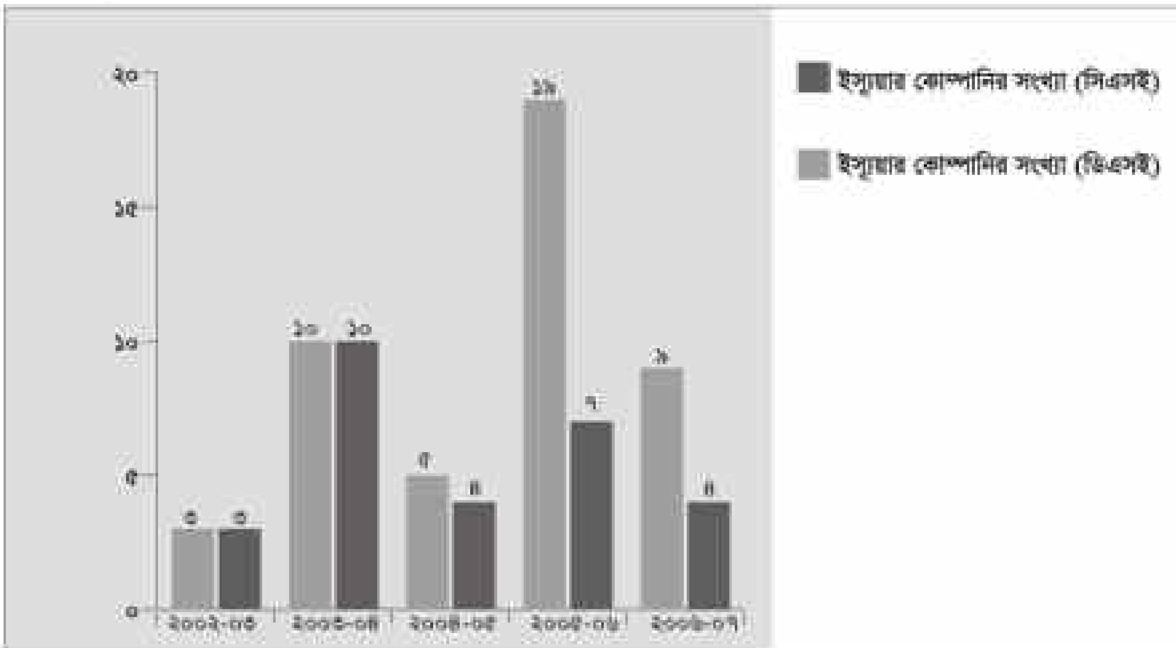

৬. সার্ভেইল্যান্স বিভাগ

সিকিউরিটিজ লেনদেনের সার্ভেইল্যান্স :

বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা এবং বাজারে সততা বজায় রাখতে কমিশনের সমন্বিত সার্ভেইল্যান্স পদ্ধতি রয়েছে। মার্কেট ম্যানুপুলেশন সনাক্তকরণ, প্রতারণামূলক ভাবে মূল্য বাড়ানো, কমানো এবং অন্যান্য পুঁজিবাজার সংক্রান্ত আইন ভঙ্গ রোধের প্রাথমিক নিয়ন্ত্রক হলো ষ্টক এক্সচেঞ্জ। সার্ভেইল্যান্স পদ্ধতির কার্যকারীতা নিশ্চিত করার জন্য এসইসি ষ্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রমের উপর সার্বক্ষণিক সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এসইসি অন-লাইন এবং অফ-লাইন পদ্ধতিতে বাজার সার্ভেইল্যান্স পর্যবেক্ষণ করে।

পরিদর্শন ও তদন্ত :

শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত কোন আইন লংঘন হয়েছে কিনা এবং লেনদেনে কোনরূপ অনিয়ম হয়েছে কিনা বা কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা আছে কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য বর্তমানে সার্ভেইল্যান্স বিভাগ অন-লাইন এবং অফ-লাইন বাজার সার্ভেইল্যান্স পদ্ধতি অনুসরণ করছে। অন-লাইন সার্ভেইল্যান্স এর অংশ হিসাবে সার্ভেইল্যান্স বিভাগের কর্মকর্তাগণ কম্পিউটারের অনলেনদেনী ও সার্ভেইল্যান্স সফটওয়্যারের মাধ্যমে দৈনন্দিন লেনদেন পর্যবেক্ষণ করেন এবং লেনদেন পরবর্তী একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন যাতে প্রতিদিনের লেনদেনের একটি সার-সংক্ষেপ ও কোনরূপ অস্বাভাবিকতা ঘটে থাকলে তা তুলে ধরা হয়। অন্যদিকে অফ-লাইন সার্ভেইল্যান্স এর অংশ হিসাবে কমিশনের নিজস্ব সফটওয়্যার (SECAS) ব্যবহারের মাধ্যমে লেনদেন পরবর্তী দরকারী তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করা হয়। বিশ্লেষণের পর যদি বিস্তারিত অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় তাহলে পরিদর্শন ও তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য প্রস্তাব করা হয়। পেশকৃত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্যে যদি কোনরূপ সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ভঙ্গের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে তা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

বর্তমানে ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কর্মকান্ড তদারকির পাশাপাশি দৈনন্দিন বাজার পর্যবেক্ষণ, আকস্মিক পরিদর্শন ও নিয়মিত মাসিক পরিদর্শনের মাধ্যমে সার্ভেইল্যান্স বিভাগের কর্মকান্ডের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। যার ফলে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মধ্যে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের আগ্রহ সৃষ্টি এবং সর্বস্তরের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামী বছরগুলোতেও সার্ভেইল্যান্স বিভাগ নিয়মিত কর্মকান্ডের পাশাপাশি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর সহায়তায় পুঁজিবাজারে সার্ভেইল্যান্স পদ্ধতির উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

শেয়ারের লেনদেন ইস্যুতে সার্ভেইল্যান্স বিভাগ কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত বর্তমান অর্থ-বছরসহ বিগত দুই অর্থ-বছরের তুলনামূলক সন্দেহজনক অনিয়মের সংখ্যা এবং পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপিত হলো :

অর্থ-বছর	উদ্‌ঘাটিত সন্দেহজনক অনিয়মের সংখ্যা	ষ্টক-এক্সচেঞ্জে প্রেরণ		পরিদর্শন	তদন্ত	এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	নিবন্ধন বিভাগে প্রেরণ	এসআরএম আই বিভাগে প্রেরণ
		ডিএসই তে প্রেরণ	সিএসই তে প্রেরণ					
২০০৬ - ২০০৭	৬৭	১৮	১১	২৪	১৪	৭	০	০
২০০৫-২০০৬	৫১	৭	১০	২৫	৯	৪	২	১
২০০৪-২০০৫	৫৭	৪	২	৪৬	৫	৭	০	০

ইনসাইডার ট্রেডিং :

ইনসাইডার ট্রেডিং এবং শেয়ারের মূল্য ম্যানুপুলেশন বাজারে প্রচুর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ইনসাইডার এর মাধ্যমে মূল্য পরিবর্তনের কারণে সাধারণ বিনিয়োগকারীগণের ব্যয় বাড়িয়ে দেয়। যদি ইনসাইডাররা নন পাবলিক তথ্য এর সুবিধা/সুযোগ নেয় তারা প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র শেয়ারহোল্ডারদের খরচের উপর মুনাফা করে। এজন্য এসইসি সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ জারী করেছে। এই আইনের অধীনে ইস্যুয়ার কোম্পানি সমূহকে মূল্য সংবেদনশীল তথ্য ষ্টক এক্সচেঞ্জে বিতরণ করতে হয় এবং কমিশনকে ৩০ মিনিট এর মধ্যে জানাতে হয় এবং উক্ত তথ্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়ও প্রকাশ করতে হয়।

৭. সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব মার্কেটস্ এন্ড ইন্টারমিডিয়ারিজ বিভাগ

(এসআরএমআইডি)

সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব মার্কেটস্ এন্ড ইন্টারমিডিয়ারিজ বিভাগ ষ্টক এক্সচেঞ্জ সহ সকল বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী সকল কর্মকান্ড পরিচালিত করছে কিনা তা তদারকি করে থাকে। এছাড়াও ইস্যুয়ার কোম্পানি সমূহের বিরুদ্ধে অভিযোগ/ আপত্তি সিকিউরিটিজ আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি করে থাকে। নিম্নে এই বিভাগের কর্মকান্ড তুলে ধরা হলো-

(ক) তালিকাভুক্ত কোম্পানির উদ্যোক্তা/পরিচালকদের সিকিউরিটিজ ক্রয়/বিক্রয়/হস্তান্তর সংক্রান্ত ঘোষণা মনিটর করা।
(খ) উদ্যোক্তা/পরিচালকদের মাসিক শেয়ার হোল্ডিং পজিশন মনিটর করা।
(গ) তালিকাভুক্ত কোম্পানির মূল্য সংবেদনশীল তথ্য ঘোষণা মনিটর করা।
(ঘ) তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার ষ্টক এক্সচেঞ্জের বাহিরে হস্তান্তর অনুমোদন করা।
(ঙ) ষ্টক এক্সচেঞ্জের (সিকিউরিটি লেনদেন ব্যতীত) যাবতীয় কার্যক্রম মনিটর করা।
(চ) পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অভিযোগ সমূহ নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২০০৬-০৭ সালে প্রাপ্ত অভিযোগ সমূহ নিম্নরূপ :

তালিকাভুক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ :

অভিযোগের প্রকৃতি ও অবস্থান	গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন	আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	মিমাংসিত
ঘোষিত লভ্যাংশ প্রদান না করা অথবা দেরীতে প্রদান	৩৮	১	১০	২৭
ডিবেঞ্চারের আসল ও সুদ প্রদান না করা	৫	-	৪	১
শেয়ার ট্রান্সফার সম্পর্কিত	১০	-	৪	৬
রাইট অফারের পত্র না পাওয়া	৭	১	-	৬
বোনাস শেয়ার না পাওয়া	৩	-	-	৩
বার্ষিক প্রতিবেদন না পাওয়া	৬	-	-	৬
রিফান্ড ওয়ারেন্ট সংক্রান্ত	৬	-	-	৬
শেয়ারের ডিমেট সংক্রান্ত	৩	-	-	৩
বিবিধ	২৫	-	১	২৪
মোট	১০৩	২	১৯	৮২

ষ্টক ডিলার/ব্রোকার এর বিরুদ্ধে অভিযোগ :

অভিযোগের প্রকৃতি ও অবস্থান	গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন	আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	নিস্পত্তিকৃত অভিযোগ
গ্রাহকের শেয়ার প্রদান না করা	২	-	-	২
গ্রাহকের প্রাপ্য টাকা ফেরত না দেয়া	৪	-	-	৪
লিংক বিও একাউন্টে শেয়ার ট্রান্সফার সংক্রান্ত	৩	-	-	৩
বিবিধ	৬	১	১	৪
মোট	১৫	১	১	১৩

২০০৬-২০০৭ সালে মোট ১১৮টি অভিযোগ পাওয়া গেছে, তন্মধ্যে ইস্যুয়ার কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ ১০৩টি এবং ব্রোকার/ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ১৫টি। উক্ত ১১৮টি অভিযোগের মধ্যে ৯৫টি অর্থাৎ ৮০.৫১% নিস্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে, ২০টি অভিযোগ সম্পর্কে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ৩ টি অভিযোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ইস্যুয়ারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১০৩টি অভিযোগের মধ্যে ৮২টি অভিযোগ অর্থাৎ ৭৯.৬১% নিস্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে, ২টি অভিযোগ প্রক্রিয়াধীন আছে এবং বাকী ১৯টি অভিযোগ সম্পর্কে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

ব্রোকার/ডিলারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১৫টি অভিযোগের মধ্যে ১৩টি অর্থাৎ ৮৬.৬৭% নিস্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে, ১টি অভিযোগ প্রক্রিয়াধীন আছে এবং বাকী ১টি অভিযোগ সম্পর্কে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৮. সিডিএস বিভাগ

ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ সিকিউরিটিজ এর ইলেকট্রনিক নিবন্ধন বৈধতা প্রদান করেছে। এই আইন সিকিউরিটিজ এর মালিকানা, হস্তান্তর এবং বন্ধকি সংক্রান্ত আইন সমূহের পরিবর্তন এনেছে। বর্তমানে ইস্যুকৃত সিকিউরিটিজ এর নানাবিধ তথ্য সিডিবিএল এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। সেন্ট্রাল ডিপজিটরি এর কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে করার জন্য উল্লিখিত আইন কমিশনকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান করেছে, যাতে রেগুলেশনের মাধ্যমে সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল) এর প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং ডিপজিটরি পার্টিসিপেন্টস (ডিপি) এর বিভিন্ন ফি নির্ধারণ পর্যবেক্ষণ করতে পারে। সিকিউরিটিজ এর ইলেকট্রনিক নিবন্ধন প্রবর্তনের পর সিডিবিএল এর মাধ্যমে পুঁজিবাজারে সিকিউরিটিজ ইস্যু এবং ট্রেডিং এবং সেটেলমেন্ট উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নিস্পত্তির সময় সীমাও হ্রাস পেয়েছে।

সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বিভাগ ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ ও তদাধীনে প্রণীত প্রবিধানমালা অনুসারে পুঁজিবাজারে সিডিবিএল, ডিপি এর কর্মকান্ড, তালিকাভুক্ত কোম্পানি সমূহের শেয়ার ডিপজিটরি ব্যবস্থায় আনয়ন, ডিম্যাট ফর্মে

সিকিউরিটিজ ইস্যু, হস্তান্তর, বেনিফিসিয়ারি ওনার্স হিসাব তদারকি এবং প্রয়োজনে ডিপজিটরি ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশনা/আদেশ জারী ইত্যাদি কর্মকান্ড সেন্ট্রাল ডিপজিটরি সিস্টেম (সিডিএস) বিভাগ সম্পাদন করে থাকে।

জুলাই ২০০৬- জুন ২০০৭ সময়ে নিম্নোক্ত ১৪টি কোম্পানি এবং ৪টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড সিডিবিএল এর আওতাধীন সিডিএস এ যোগ দিয়েছে। এ কোম্পানিগুলি সহ সিডিএসভুক্ত কোম্পানির মোট সংখ্যা হলো ১১৮ (একশত আঠার)টি। বর্তমানে ডিএসইতে অধিকাংশ সিকিউরিটিজ এর লেনদেন ও হস্তান্তর অটোমেটেড সিষ্টেমে ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে সম্পাদিত হচ্ছে।

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	সিডিএস এ যোগদানের তারিখ
১	বিডিকম অন-লাইন লিঃ	২৪ জুলাই ২০০৬
২	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (সরাসরি তালিকাভুক্ত)	৯ অক্টোবর ২০০৬
৩	লংকা বাংলা ফাইন্যান্স লিঃ (আইপিও)	১ নভেম্বর ২০০৬
৪	বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোঃ (আইপিও)	১৫ নভেম্বর ২০০৬
৫	আইপিডিসি অব বাংলাদেশ (আইপিও)	৩ ডিসেম্বর ২০০৭
৬	বেক্সিমকো সিনথেটিক্স লিঃ	২১ জানুয়ারি ২০০৭
৭	ব্রাক ব্যাংক লিঃ (আইপিও)	২৩ জানুয়ারি ২০০৭
৮	প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স (আইপিও)	১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
৯	কেয়া ডিটারজেন্ট লিঃ	১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
১০	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ	২৮ মার্চ ২০০৭
১১	আইসিবি প্রথম এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড (আইপিও)	২৮ মার্চ ২০০৭
১২	উত্তরা ব্যাংক লিঃ	১০ মে ২০০৭
১৩	ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিঃ	২২ মে ২০০৭
১৪	গোল্ডেন সন লিঃ (আইপিও)	২২ মে ২০০৭
১৫	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ (আইপিও)	২৭ মে ২০০৭
১৬	প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২০ জুন ২০০৭
১৭	দ্বিতীয় আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২০ জুন ২০০৭
১৮	আইসিবি এএমসিএল প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ড (আইপিও)	২০ জুন ২০০৭

৯. এনফোর্সমেন্ট বিভাগ

প্রশাসনিক অনুমোদন এবং জরিমানা :

সিকিউরিটিজ আইনের অধীনে কমিশন প্রশাসনিক পদক্ষেপ এবং জরিমানা আরোপের ক্ষমতা রাখে। পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে বিধি মোতাবেক এসইসি পরিদর্শন ও অনুসন্ধান করে থাকে। তদন্ত কালে সিকিউরিটিজ আইন পরিপালন না করা সংক্রান্ত প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ আইনের বিধান অনুসারে ইস্যুয়ার ও পুঁজি বাজার সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা ও শুনানি সম্পন্ন করে কমিশনের নিকট ইহা পেশ করা হয়। কমিশন অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে নিবন্ধন সনদ স্থগিত বা বাতিল বা জরিমানা আরোপ এবং অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী কমিশন সর্বনিম্ন ১ (এক) লক্ষ টাকা এবং সর্বোচ্চ যে কোন পরিমাণ জরিমানা আরোপ করতে পারে।

২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে এ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ইস্যুয়ার কোম্পানি :

কমিশনের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ কর্তৃক জুলাই ২০০৬-জুন ২০০৭ সময়কালে অর্ধ-বার্ষিক, বার্ষিক হিসাব বিবরণী দাখিল ও বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানে ব্যর্থতা, মূল্য সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ না করা, ঘোষিত লভ্যাংশ পরিশোধ না করা, কমিশন কর্তৃক নিয়োগকৃত বিশেষ নিরীক্ষকের ফি পরিশোধে ব্যর্থতা, ইনসাইডার ট্রেডিং এর মাধ্যমে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়, হিসাব বিবরণী কমিশনের বিধি মোতাবেক নিরীক্ষা ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা না করা প্রভৃতি কারণে ৩২টি কোম্পানির পরিচালকগণ/উদ্যোক্তা পরিচালকগণ কে জরিমানা করা হয়।

এছাড়া বিলম্বে অর্ধ-বার্ষিক, বার্ষিক হিসাব বিবরণী দাখিল ও বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানে ব্যর্থতা, ঘোষিত লভ্যাংশ সময়মত পরিশোধ না করণ, নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীতে স্থায়ী সম্পদের অতিমূল্যায়নপূর্বক রিজার্ভ দেখানো, আইপিও এর মাধ্যমে শেয়ার ইস্যুকরণের ক্ষেত্রে লটারী সম্পর্কিত সিকিউরিটিজ আইন যথাযথভাবে পরিপালন না করণ প্রভৃতি কারণে ১১৭টি কোম্পানিকে ভবিষ্যতে সকল সিকিউরিটিজ আইন মেনে চলার জন্য সতর্কীকরণ পত্র ইস্যু করে।

এ ছাড়া একটি ইস্যুয়ার কোম্পানিকে Securities and Exchange Rules, 1987 এর বিধি ১২(৩) অনুযায়ী ৩০ জুন, ২০০৫ এ সমাপ্ত বৎসরের বার্ষিক হিসাব বিবরণী পার্টনারশীপ ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষাপূর্বক কমিশনে দাখিল করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

উল্লিখিত এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থা সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নোক্ত টেবিল এ উপস্থাপন করা হলো :

আইনগত ব্যবস্থার ধরণ	ইস্যুয়ার কোম্পানির সংখ্যা
জরিমানা	৩২
নির্দেশনা	১
সতর্কীকরণ	১১৭

ষ্টক ব্রোকার/ষ্টক ডিলার/মার্চেন্ট ব্যাংকার/অনুমোদিত প্রতিনিধি /ইস্যু ম্যানেজার :

গ্রাহক কর্তৃক শেয়ার বিক্রয় আদেশ বাস্তবায়ন না করা, কনসোলিডেটেড ব্যাংকে হিসাব সংরক্ষণ না করা ও কমিশনের সম্মতি ছাড়া এক বিও হিসাব হতে অন্য বিও হিসাবে শেয়ার ট্রান্সফার করা, সর্ট সেল করার অনুমতি দেয়া, শেয়ার ট্রেডিং সংক্রান্ত বিবরণী দাখিলে ব্যর্থতা, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিত শেয়ারের Off-exchange স্থানান্তর/আদান-প্রদান প্রভৃতি কারণে কমিশন ৬টি ষ্টক ব্রোকার/ষ্টক ডিলারকে জরিমানা করে ।

এ ছাড়া পরিচালক শেয়ারহোল্ডারদের ঘোষণা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ষ্টক ব্রোকার কর্তৃক ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে সমুদয় শেয়ারের বিক্রয় সম্পন্নকরণে ব্যর্থতা, গ্রাহকের ক্রয়/বিক্রয় আদেশ এবং ষ্টক লেজার ও মার্জিন এগ্রিমেন্ট সংরক্ষণে ব্যর্থতা, সর্ট সেলিং, আইপিও এর মাধ্যমে শেয়ার ইস্যুকরণের ক্ষেত্রে লটারী সম্পর্কিত সিকিউরিটিজ আইন যথাযথভাবে পরিপালন না করণ প্রভৃতি কারণে ১৫টি ষ্টক ব্রোকার/ষ্টক ডিলার/মার্চেন্ট ব্যাংকার/ইস্যু ম্যানেজারকে ভবিষ্যতে সকল সিকিউরিটিজ আইন মেনে চলার জন্য সতর্কীকরণ পত্র ইস্যু করা হয় যা নিম্নবর্ণিত ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

আইনগত ব্যবস্থার ধরন	সংখ্যা
জরিমানা	৬
নির্দেশনা	-
সতর্কীকরণ	১৫

ডিপজিটরি পার্টিসিপেন্টস :

এতদ্ব্যতীত কমিশন তিনটি ডিপজিটরি পার্টিসিপেন্টস কে ভবিষ্যতে সকল সিকিউরিটিজ আইন মেনে চলার জন্য সতর্কীকরণ পত্র ইস্যু করে ।

১০. আইনগত বিধি-বিধান ও কার্যক্রম বিভাগ (সিএমআরআরসিডি)

সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত রুলস/রেগুলেশন প্রণয়ন ও জারী, প্রয়োজন মোতাবেক উক্ত রুলস/রেগুলেশন এর সংশোধন সহ পুঁজিবাজার সংস্কার সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ড সিএমআরআরসি বিভাগ কর্তৃক সম্পাদন করা হয়।

আলোচ্য অর্থ বছরে কমিশন বাজার সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত আদেশ/নির্দেশনা জারী করেছে :

ক্রমিক নং	সূত্র নং এবং তারিখ	বিষয়	শ্রেণীবিভাগ
১	নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/ ২০০৬-১৫৯/প্রশাসন/০৩-২৬ তারিখঃ মে ১৬, ২০০৭	সেপ্টেম্বর ২৭, ২০০৬ তারিখে ডিপজিটরি ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩ এর কতিপয় সংশোধনী সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন।	প্রজ্ঞাপন
২	নং-এসইসি/সিএফডি/৪.১৮/৯৯/৩১৫৩ তারিখ : মে ১৭, ২০০৭	বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের আবেদনের প্রেক্ষিতে তালিকাভুক্ত লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি সমূহকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৬ ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী সমূহ কমিশন এবং ষ্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে দাখিলের সময়সীমা ৩০শে জুন ২০০৭ ইং তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করে আদেশ ইস্যু করা হয়।	আদেশ
৩	নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৯/প্রশাসন-০১/২৮ তারিখঃ এপ্রিল ৫, ২০০৭	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর কতিপয় সংশোধনী সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন।	প্রজ্ঞাপন
৪	নং- এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬ -১৫৯/প্রশাসন/০৩-২৫ তারিখঃ নভেম্বর ২৬, ২০০৬	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (ষ্টক ডিলার, ষ্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর কতিপয় সংশোধনী সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন।	প্রজ্ঞাপন

১১. আইন বিভাগ

কমিশন কর্তৃক এবং কমিশনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা সমূহ পরিচালনায় কমিশনের পক্ষে নিয়োজিত আইনজীবীগণকে সার্বিক সহায়তা প্রদান, কমিশনের অন্যান্য বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন ইস্যুতে আইনগত মতামত প্রদান এবং কমিশন কর্তৃক আরোপিত জরিমানা আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট মামলা দায়ের ও পরিচালনা ইত্যাদি আইন বিভাগ সম্পাদন করে থাকে।

বর্তমানে এসইসি কর্তৃক এবং এসইসি'র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মোট ১৫৬ টি মামলা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। মামলা সমূহের আদালত ভিত্তিক অবস্থান নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	আদালতের নাম		মামলার সংখ্যা
১	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	আপীল বিভাগ	৪ টি
		হাইকোর্ট বিভাগ	৭০ টি
২	মহানগর দায়রা আদালত, ঢাকা		৬ টি
৩	৫ম যুগ্ম জেলা জজ আদালত, ঢাকা		৯ টি
৪	৪র্থ সহকারী জজ আদালত, ঢাকা		২ টি
৫	চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা		৭ টি
৬	জেনারেল সার্টিফিকেট আদালত, ঢাকা		৫৮ টি
	মোট মামলার সংখ্যা :		**১৫৬ টি**

১৯৯৬ সালের শেয়ার কেলেংকারী সংক্রান্ত মোট ১৫টি মামলার মধ্যে ২টি সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে, ৯টি হাইকোর্ট বিভাগে এবং ৪টি মহানগর দায়রা আদালতে বর্তমানে বিচারাধীন আছে।

২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে কমিশনের পক্ষে-বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলা :

	সংখ্যা	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা	২৭টি	✰ ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে কমিশন কর্তৃক আরোপিত জরিমানা আদায় এর জন্য Public Demand Recovery Act, 1913 এর অধীনে মোট ২৫টি সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা হয়েছে। ✰ সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের কারণে বাংলাদেশ ওয়েলডিং ইলেকট্রোডস্ লিঃ ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে কমিশন কর্তৃক সিএমএম কোর্ট, ঢাকায় ১টি ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছে। ✰ প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ এবং অন্যান্যের বিরুদ্ধে সিএমএম কোর্ট, ঢাকায় দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলার আসামী পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক উক্ত মামলা Quash করা হলে উক্ত Quashment order চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে কমিশন কর্তৃক ক্রিমিনাল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল দায়ের করা হয়েছে।
কমিশনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা	৫টি	সিকিউরিটিজ আইন/কমিশনের আদেশ চ্যালেঞ্জ করে কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ৪টি এবং ৫ম যুগ্ম জেলা জজ আদালত, ঢাকায় ১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

১২. গবেষণা ও উন্নয়ন

সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য শিক্ষামূলক কার্যক্রম এর আয়োজন, সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারীদের জন্য পুঁজিবাজার বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন, কমিশনের প্রকাশনা সমূহ নিয়মিত প্রকাশকরণ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্যাদি/উপাত্ত প্রেরণ ইত্যাদি কার্যাদি গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে।

২০০৬-০৭ অর্থ বছরে কমিশনের গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করেছে :

প্রতিবেদন সমূহ প্রকাশনা :

বার্ষিক প্রতিবেদন	:	২০০৫- ২০০৬
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন	:	এপ্রিল-জুন ২০০৬
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন	:	জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন	:	অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন	:	জানুয়ারি - মার্চ ২০০৭
এসইসি পরিক্রমা (বাংলা নিউজলেটার)	:	জুন ২০০৬
এসইসি পরিক্রমা (বাংলা নিউজলেটার)	:	সেপ্টেম্বর ২০০৬
এসইসি পরিক্রমা (বাংলা নিউজলেটার)	:	ডিসেম্বর ২০০৬
এসইসি পরিক্রমা (বাংলা নিউজলেটার)	:	মার্চ ২০০৭

শিক্ষামূলক কার্যক্রম :

২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতি মাসে দু'টি করে কমিশন কার্যালয়ে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের জন্য শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করেছে। উক্ত কার্যক্রমে কমিশনের ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন, রুলস/রেগুলেশন, প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি মার্কেটে বিনিয়োগ, সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম, ডিপজিটরি সিস্টেম, শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। উক্ত শিক্ষামূলক কার্যক্রমে মোট ৪৬৩ জন সাধারণ বিনিয়োগকারী অংশগ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া ২৮ ও ২৯ এপ্রিল ২০০৭ তারিখে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করার উদ্যোগের অংশ হিসাবে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, আইসিবি ও কমিশন এর যৌথ উদ্যোগে বরিশাল ও খুলনায় শিক্ষামূলক কার্যক্রম অনুষ্ঠান করা হয়। উক্ত কার্যক্রমে ৫০০ জনেরও বেশী বিনিয়োগকারী অংশগ্রহণ করে।

আলোচ্য সময়ে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করেছে। উক্ত কার্যক্রমে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের যথাক্রমে ১২৩ ও ২০ জন অনুমোদিত প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন।

১৩. ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সমূহ বিশেষতঃ প্রতিবেশী দেশ সমূহের সিকিউরিটিজ বাজারের ন্যায় বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের উত্তরোত্তর উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ষ্টক এক্সচেঞ্জ, ইস্যুয়ার কোম্পানি ও সংশ্লিষ্ট মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সহযোগিতায় কমিশন পুঁজিবাজারের গভীরতা বাড়ানোর লক্ষ্যে নতুন নতুন ইন্সট্রুমেন্ট ইস্যুর চিন্তা করছে এবং মৌল ভিত্তি সম্পন্ন লাভজনক কোম্পানি সমূহকে আকৃষ্ট করার জন্য বুক বিল্ডিং পদ্ধতি চালুর ব্যাপারে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে। উল্লিখিত বিষয় সমূহের বাস্তবায়ন সহ International Organization of Securities Commission (IOSCO) এর Objectives and Principles বাস্তবায়ন পূর্বক পুঁজিবাজারকে আরো বেশী শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

- পুঁজি বাজার সম্পর্কীয় বিশেষায়িত জ্ঞান দান ও বাজার মধ্যস্থতাকারীদের প্রশিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে একটি ক্যাপিটাল মার্কেট ইন্সটিটিউট স্থাপন।
- মৌলভিত্তি সম্পন্ন লাভজনক কোম্পানি সমূহকে পুঁজিবাজারে আকৃষ্ট করার জন্য বুক বিল্ডিং পদ্ধতি চালু এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় রুলস প্রণয়ন।
- কোম্পানি সমূহের বার্ষিক হিসাব বিবরণী বস্তুনিষ্ঠ ভাবে তৈরী ও নিরীক্ষকগণ কর্তৃক তা যেন যথাযথভাবে নিরীক্ষিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য একটি রেগুলেটরী প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সর্বতো সহায়তা প্রদান।
- পর্যায়ক্রমে সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের শেয়ার পুঁজি বাজারে আনয়নের উদ্যোগ অব্যাহত রাখা।
- সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিশোধ পদ্ধতি অনলাইন এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সম্পাদনের জন্য ষ্টক এক্সচেঞ্জদ্বয়ের সাথে কাজ করা এবং সিকিউরিটিজ লেনদেন দ্রুত নিস্পত্তির জন্য ক্লিয়ারিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা।
- ইস্যুয়ার কোম্পানি ও অন্যান্য মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের উন্নতির জন্য কাজ করা।
- বর্তমানে পুঁজিবাজারে বন্ড/ডিবেঞ্চার ইস্যুর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বন্ড ইস্যু রুলস প্রণয়ন ও জারী।
- সরকারী ও কর্পোরেট বন্ড পুঁজিবাজারে জনপ্রিয় করার জন্য উপায় বের করা ও কার্যক্রম গ্রহণ।
- ডেরিভেটিভস ইন্সট্রুমেন্টের লেনদেন শুরুর জন্য আইনগত কাঠামো তৈরী ও ডেরিভেটিভস সিকিউরিটিজ এর ট্রেডিং চালু।
- সার্ক অঞ্চলের কোম্পানি সমূহের ক্রস বর্ডার লিষ্টিং এর ক্ষেত্রে অভিন্ন লিষ্টিং রেগুলেশন তৈরীতে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- পুঁজিবাজারের আইনগত বিধি বিধান অব্যাহতভাবে পর্যালোচনা এবং ইস্যুয়ার সহ সকল বাজার মধ্যস্থতাকারীদের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন/নতুন বিধি জারীর কাজ অব্যাহত রাখা।
- ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ, চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ ও কমিশনের কর্মকর্তা সমম্বয়ে গঠিত পরামর্শক কমিটির কর্মকান্ড অব্যাহত রাখা ও Securities and Exchange Ordinance,1969 এর বিধানানুসারে কমিশনের এডভাইজরি কমিটি গঠন ও কমিশনের কর্মকান্ডের বিষয়ে উক্ত কমিটির সাথে পরামর্শ করা।
- পুঁজিবাজারে স্বচ্ছতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কমিশনের সার্ভেইল্যান্স পদ্ধতি শক্তিশালী ও জোরদার করা।
- কমিশনের উপর ন্যস্ত কার্যাবলী সুচারু ও ফলপ্রসূভাবে সম্পাদনের জন্য পেশাগত যোগ্যতা সম্পন্ন জনবল বৃদ্ধির ও বিদ্যমান কর্মকর্তাদের পেশাগত মানোন্নয়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা।

১৪. কমিশনের আর্থিক অবস্থার বিবরণী

কমিশন সরকারের রাজস্ব বাজেটের অন্তর্ভুক্ত। কমিশনের যাবতীয় চলতি ব্যয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত রাজস্ব বাজেট থেকে নির্বাহ করা হয়। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ১২ অনুযায়ী কমিশনের একটি তহবিল রয়েছে। সরকারী অনুদান এবং কমিশনের নিজস্ব আয় নিয়ে এ তহবিল গঠিত যা থেকে কমিশনের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। কমিশনের নিজস্ব আয়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন ফি, পুঁজি উত্তোলন সংক্রান্ত আবেদন/সম্মতি প্রদান ফি, জরিমানা আদায় ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী সরকারী তহবিল থেকে অর্থ ছাড় করা হয়। কমিশনের নিজস্ব আয় সমন্বয় সাপেক্ষে সরকারী অর্থ ছাড় করা হয়ে থাকে।

বিগত বছরগুলিতে কমিশনের নিজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৫-২০০৬ এবং ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে কমিশন মোট খরচের যথাক্রমে ৭৮.২৭% এবং ৮০.৬৫% নিজস্ব আয় হতে সংকুলান করেছে। আলোচ্য অর্থ বছরে (২০০৬-২০০৭) কমিশনের নিজস্ব আয়/প্রাপ্তি ছিল ৩.৩৬৭ কোটি টাকা এবং সরকারের কাছ থেকে মঞ্জুরী বাবদ পূর্ববর্তী বছরের অব্যয়িত জের ০.৪১৬ কোটি টাকাসহ ২.৩৮২ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। এতে মোট প্রাপ্তির পরিমাণ টাকা ৫.৭৪৯ কোটি। যার দ্বারা কমিশনের ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে কমিশনের নিজস্ব আয়/প্রাপ্তি ছিল ৩.১৭০ কোটি টাকা এবং সরকারী মঞ্জুরী প্রাপ্তি ছিল ১.২৯৬ কোটি টাকা। ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে ৪.১৭৫ কোটি টাকা রাজস্ব ও মূলধন খাতে ব্যয় হয়েছে। ইতোপূর্বে ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪.০৫০ কোটি টাকা। আলোচ্য অর্থ বছরে কমিশনের আয় সংক্রান্ত একটি বিবরণী "পরিশিষ্ট-৪" এ প্রদান করা হলো।

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

৩০ জুন, ২০০৭

কোটি টাকা

বিবরণ	২০০৬-২০০৭		২০০৫-২০০৬
	বাজেটের বরাদ্দ	প্রকৃত প্রাপ্তি	প্রকৃত প্রাপ্তি
সরকারী মঞ্জুরী ঃ	৩.০০০		
প্রারম্ভিক জের (সরকার থেকে প্রাপ্ত অব্যয়িত অর্থ)		০.৪১৬	০.৬৪৬
ছাড়কৃত সরকারী মঞ্জুরী		১.৯৬৬	০.৬৫০
মোট সরকারী মঞ্জুরী	৩.০০০	২.৩৮২	১.২৯৬
কমিশনের বিবিধ আয়/প্রাপ্তি	২.২৫০	৩.৩৬৭	৩.১৭০
মোট বরাদ্দ/প্রাপ্তি	**৫.২৫০**	**৫.৭৪৯**	**৪.৪৬৬**
পরিশোধ ঃ	খাতওয়ারী বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
রাজস্ব ব্যয়	৪.৫৪১	৩.৬২২	৩.৫৬৫
মূলধনী ব্যয়	০.৫৬৯	০.৪৭৫	০.৪৪৭
ঋণ/অগ্রীম প্রদান	০.১৪০	০.০৭৮	০.০৩৮
মোট পরিশোধ/ব্যয়	**৫.২৫০**	**৪.১৭৫**	**৪.০৫০**
সমাপনী জের (অব্যয়িত অর্থ)		**১.৫৭৪**	**০.৪১৬**

১৫. পরিশিষ্ট সমূহ

পরিশিষ্ট-১

২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে কমিশনের সম্মতিতে যে সকল কোম্পানি আইপিওতে গিয়েছে তার বিবরণ :

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	মোট মূলধন	উদ্যোক্তার ইক্যুইটি			পাবলিক ইক্যুইটি			মোট (৭+৮+৯)	ধরন (সমমূল্যে/ প্রিমিয়ামে ইস্যু)	চাঁদার পরিমাণ (৭ নং কলামে উল্লিখিত অংশের বিপরীতে প্রাপ্তিসাপেক্ষে চাঁদা জমার পরিমাণ)	চাঁদা গ্রহণের তারিখ আরম্ভ : শেষ :
			স্থানীয়	বিদেশী	মোট	সাধারণ পাবলিক	বিদেশি ও প্রবাসী	স্থানীয় (প্রবাসী)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		৯	১০	১১	১২	১৩
১	ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ	১০০.০০	৩১.৭৪	১৮.২৬	৫০.০০	৫০.০০	৮ —	-	৮৫.০০ ***	শেয়ার প্রতি ৫০.০০ টাকা প্রিমিয়ামে	৪১৭.১৬	১২.১১.০৬ ১৬.১১.০৬
২	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ	১৮৭.১৬	৯৩.৫৮	-	৯৩.৫৮	৯৩.৫৮	-	-	৯৩.৫৮	সমমূল্যে	৪০২.৫৬	১৪.০১.০৭ ১৮.০১.০৭
৩	গোল্ডেন সন লিঃ	২৫.০৩	৮.০৩	১১.০০	১৯.০৩	৬.০০		-	৬.০০	সমমূল্যে	৬৩.১৮	০৪.৫.০৭ ০৮.৫.০৭
৪	ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিঃ	২৬.৮১	১৯.৩১	-	১৯.৩১	৭.৫০	-	-	৭.৫০	সমমূল্যে	২১৮.৯০	০৬.৫.০৭ ১০.৫.০৭
৫	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ	১৬৯.০০	৭৯.৪২	৫.০৮	৮৪.৫০	৮৪.৫০	-	-	৮৪.৫০	সমমূল্যে	৫৫৭.০৬	১৮.৫.০৭ ২২.৫.০৭
৬	বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং লিঃ	৩০.৩৩	২৩.৩৩	-	২৩.৩৩	৭.০০	-	-	৭.০০	সমমূল্যে	২১৭.৬১	১০.৬.০৭ ১৪.৬.০৭
৭	ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টস লিঃ	৩৩.৬২	২১.১২	-	২১.১২	১২.৫০	-	-	১২.৫০	সমমূল্যে	২৭৭.৮৩	২৪.৬.০৭ ২৮.৬.০৭
৮	ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ	২৩.০০	১৮.০০	-	১৮.০০	৫.০০	-	-	১১.২৫ *	শেয়ার প্রতি ১২৫.০০ টাকা প্রিমিয়ামে	৩৪৩.২৩	০২.৭.০৭ ০৬.৭.০৭
৯	ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ	১১৬.৮৭	৭০.০০	-	৭০.০০	৪৬.৮৭	-	-	৭০.০০ **	শেয়ার প্রতি ৫০.০০ টাকা প্রিমিয়ামে	৭৬৯.৪২	১৫.৭.০৭ ১৯.৭.০৭
১০	প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ	১৫.০০	৬.০০	-	৬.০০	৯.০০	-	-	৯.০০	সমমূল্যে	২৯.৬৬	২৯.৭.০৭ ০২.৮.০৭
মোট		৭২৬.৮২	৩৭০.৫৩	৩৪.৩৪	৪০৪.৮৭	৩২১.৯৫		-	৩৮৬.৩৩ (প্রিমিয়াম সহ)	-	৩২৯৬.৬১	

* প্রিমিয়াম সহ মোট পাবলিক ইক্যুইটি ১১.২৫ কোটি টাকা।
** প্রিমিয়াম সহ মোট পাবলিক ইক্যুইটি ৭০ কোটি টাকা।
*** প্রিমিয়াম সহ মোট মূলধন ৮৫ কোটি টাকা।

পরিশিষ্ট-২

জুলাই ২০০৬-জুন ২০০৭ সময়ে গৃহীত অভিযোগ এবং তার পরবর্তী কার্যক্রমের বিবরণী

তালিকাভুক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে

অভিযোগের প্রকৃতি ও অবস্থান	গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন	আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে	মিমাংসিত
তালিকাভুক্ত কোম্পানি কর্তৃক ঘোষিত লভ্যাংশ প্রদান না করা অথবা দেরীতে প্রদান সংক্রান্ত	৩৮	১	১০	২৭
তালিকাভুক্ত কোম্পানি কর্তৃক ডিবেঞ্চারের আসল ও সুদ প্রদান না করা	৫	-	৪	১
রাইট অফারের পত্র না পাওয়া	৭	১	-	৬
শেয়ার ট্রান্সফার সংক্রান্ত	১০	-	৪	৬
বোনাস শেয়ার না পাওয়া	৩	-	-	৩
রিফান্ড ওয়ারেন্ট সংক্রান্ত	৬	-	-	৬
শেয়ার ডিমেট সংক্রান্ত	৩	-	-	৩
বার্ষিক প্রতিবেদন না পাওয়া	৬	-	-	৬
বিবিধ	২৫	-	১	২৪
মোট অভিযোগ ২০০৬-০৭ সালে	১০৩	২	১৯	৮২
প্রাপ্ত অভিযোগ ২০০৫-০৬ সালে	৭১	১	৮	৬২
প্রাপ্ত অভিযোগ ২০০৪-০৫ সালে	৬৭	১	৩০	৩৬
প্রাপ্ত অভিযোগ ২০০৩-০৪ সালে	৯১	৫৫	১৩	২৩

তালিকাভুক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা

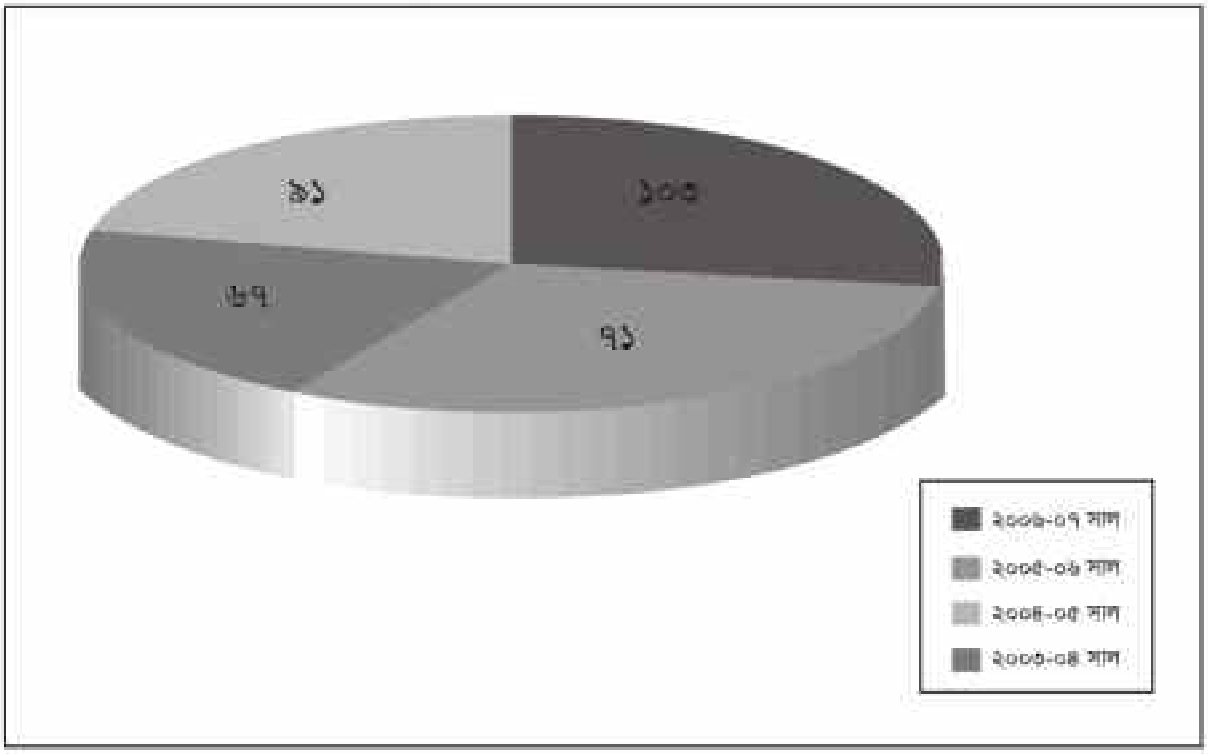

অভিযোগ নিষ্পত্তির সংখ্যা ও হার

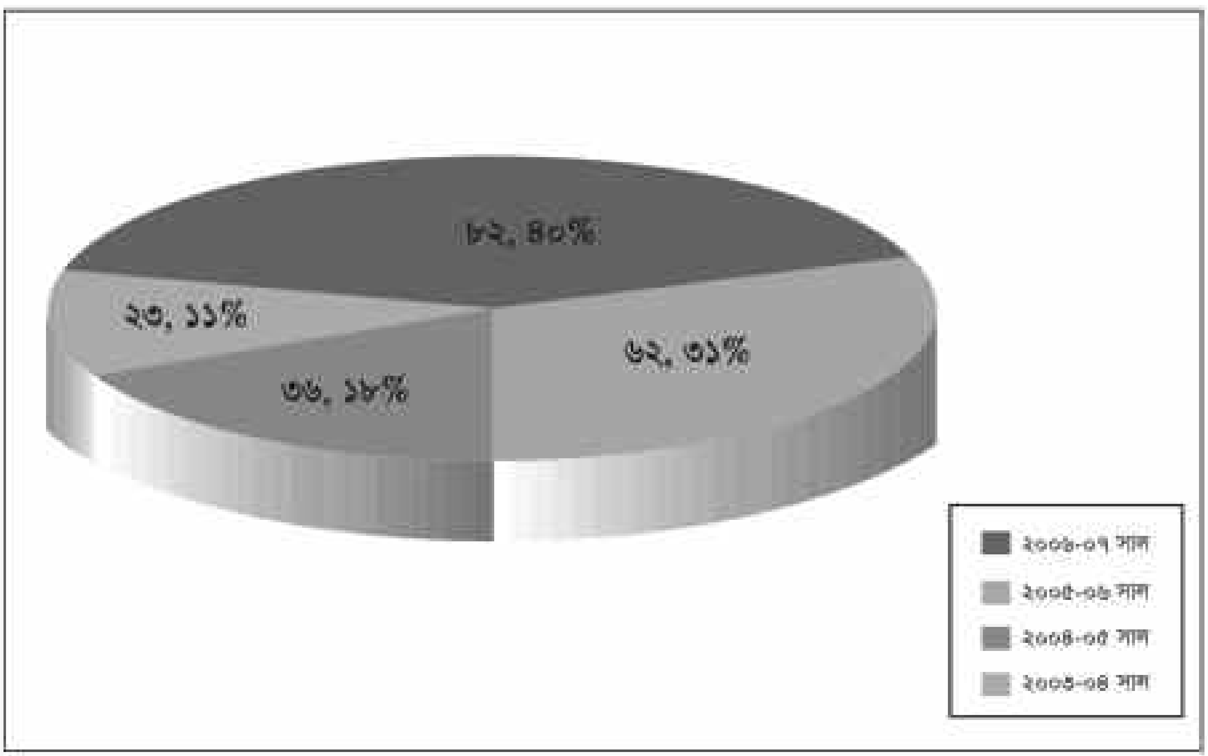

পরিশিষ্ট-৩

জুলাই ২০০৬ -জুন ২০০৭ সময়ে গৃহীত অভিযোগ এবং তার পরবর্তী কার্যক্রমের বিবরণী

ব্রোকার/ডিলার এর বিরুদ্ধে

অভিযোগের প্রকৃতি ও অবস্থান	সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন	আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে	মিমাংসিত
গ্রাহকের শেয়ার প্রদান না করা	২	-	-	২
গ্রাহকের প্রাপ্য টাকা ফেরৎ না দেয়া সংক্রান্ত	৪	-	-	৪
লিংক বিও একাউন্টে শেয়ার ট্রান্সফার সংক্রান্ত	৩	-	-	৩
বিবিধ	৬	১	১	৪
মোট প্রাপ্ত অভিযোগ ২০০৬ -০৭ সালে	১৫	১	১	১৩
প্রাপ্ত অভিযোগ ২০০৫ -০৬ সালে	১৩	৩	১	৯
প্রাপ্ত অভিযোগ ২০০৪-০৫ সালে	৩৮	৩	২০	১৫
প্রাপ্ত অভিযোগ ২০০৩-০৪ সালে	৯১	৭৬	২	১৩

ব্রোকার/ডিলার এর বিরুদ্ধে গৃহীত অভিযোগ এবং তা নিষ্পত্তির চিত্র-

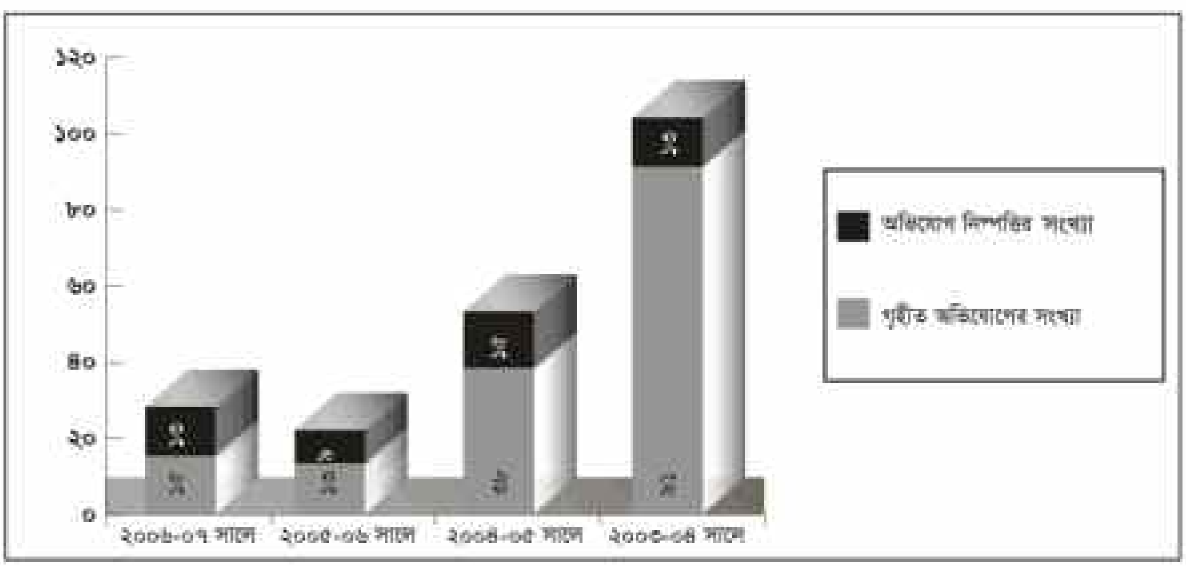

পরিশিষ্ট - ৪

বিবিধ আয়/প্রাপ্তির বিবরণ
৩০ জুন, ২০০৭

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ	
	ক) আয় ঃ	জুন, ২০০৭	জুন, ২০০৬
১	ষ্টক ডিলার/ব্রোকার রেজিষ্ট্রেশন ফি	৪,০৫২,২৪০.০০	৩,৩০৯,৮০০.০০
২	মার্চেন্ট ব্যাংক রেজিষ্ট্রেশন ফি	২৭৬,০০০.০০	১৮৬,০০০.০০
৩	মিউচ্যুয়াল ফান্ড রেজিষ্ট্রেশন ফি	৭৬১,৭৬১.৬০	৬৮২,৬৯৯.৭০
৪	অনুমোদিত প্রতিনিধির রেজিষ্ট্রেশন ফি	৬৯৩,০২৭.০০	৪২৯,৫০০.০০
৫	আইপিও ও রাইটস্ ইস্যু ফাইলিং এবং সম্মতি ফি	২৩,৭১৪,৪৭৫.৯১	২৩,৬৪২,২৭৪.৫৪
৬	জরিমানা আদায়	১,০৬৪,২৫৭.৩০	৭৬০,০০০.০০
৭	প্রকাশনা বিক্রয় (ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন)	৯৫০.০০	২,৩৭৫.০০
৮	দরপত্র তফসিল (সিডিউল বিক্রয়)	২,৫০০.০০	২০,০০০.০০
৯	স্ক্র্যাপ ম্যাটেরিয়ালস্ (পুরাতন মালামাল বিক্রয়)	৬০৪,৮৯৮.০০	৩,০০০.০০
১০	ডিপজিটরি নিবন্ধন/ নবায়ন/ সিডিবিএল ফি	১,২৬৮,৬৪০.০০	১,৩৯৪,০৫০.০০
১১	জমা টাকার উপর ব্যাংকের সুদ	১৪৫,৮৫৪.০০	১৬৬,১৭৫.০০
১২	নোটিশ পে	-	৬৪,১৫০.০০
	মোট আয় (ক)	**৩২,৫৮৪,৬০৩.৮১**	**৩০,৬৬০,০২৪.২৪**
	অন্যান্য প্রাপ্তি ঃ		
১	গৃহ নির্মাণ ঋণ আদায়	৬১৩,৯৬৭.০০	৫২৩,৭২৯.০০
২	কম্পিউটার ঋণ আদায়	১৫৪,৩২০.০০	২৮০,৬২২.০০
৩	মোটর কার/মোটর সাইকেল ঋণ আদায়	৩১৫,১৩০.০০	১৮০,৩৬৪.০০
৪	অন্যান্য প্রাপ্তি (ফেরৎ যোগ্য জামানত)	-	৪০,০০০.০০
	মোট অন্যান্য প্রাপ্তি (খ)	১,০৮৩,৪১৭.০০	১,০২৪,৭১৫.০০
	সর্বমোট আয়/প্রাপ্তি	**৩৩,৬৬৮,০২০.৮১**	**৩১,৬৮৪,৭৩৯.২৪**

পরিশিষ্ট -৫

৩০ জুন ২০০৭ তারিখে ঢাকা ও চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ও সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা, ইস্যুকৃত মূলধন, বাজার মূলধন, সিকিউরিটিজ এর লেনদেনের পরিমাণ এবং শেয়ার এর মূল্য সূচক নিম্নে দেওয়া হল ।

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার

জুন ৩০, ২০০৭

নির্দেশক (তালিকাভুক্ত)	ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ	চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ
কোম্পানির সংখ্যা	২৫৯	২০৪
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সংখ্যা	১৪	১৪
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা	৮	১
ট্রেজারী বন্ডের সংখ্যা	৪৪	-
সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা	৩২৫	২১৯
		কোটি
কোম্পানি সমূহের শেয়ার সংখ্যা	১৭৩.৫০	১৫৩.০১
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সার্টিফিকেট সংখ্যা	১৬.২০	১৬.২২
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা	০.০৪	০.০০৫
বন্ডের সংখ্যা	০.০৮	-
লেনদেনযোগ্য সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা	১৮৯.৮২	১৬৯.২৩৫
		কোটি টাকা
কোম্পানি সমূহের ইস্যুকৃত মূলধন (শেয়ার)	৮,২৭৫.১০	৮,০১৮.৫১
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইস্যুকৃত মূলধন	৮৩.৫০	৮৩.৫০
ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার	১৪.০০	১.২৮
ইস্যুকৃত বন্ড	৮,০৫৫.৩০	-
সিকিউরিটিজ এর মোট ইস্যুকৃত মূলধন	১৬,৪২৭.৯০	৮,১০৩.২৯
বাজার মূলধন	৪৯,১৬৮.৪০	৩৯,৯২৫
শেয়ার এর মূল্য সূচক	১৭৬৪.১৮ (সকল শেয়ার এর মূল্য সূচক)	৫১৯৪.৭৭ (সকল শেয়ার এর মূল্য সূচক)

ঢাকা ও চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনের তুলনামূলক বিবরণী, এক্সচেঞ্জদ্বয়ের কার্যক্রম, জুলাই ২০০৬ -জুন ২০০৭ সময়কালে অনিবাসী বিনিয়োগকারী কর্তৃক পোর্টফোলিও বিনিয়োগ এবং এপ্রিল ১৯৯২-জুন ২০০৭ সময়কালে অনিবাসী বিনিয়োগকারী কর্তৃক পোর্টফোলিও বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে সন্নিবেশিত হল।

পরিশিষ্ট-৬

ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনের তুলনামূলক বিবরণী

নির্দেশক (তালিকাভুক্ত)	জুন ৩০,২০০৬	জুন ৩০, ২০০৭	%পরিবর্তন
কোম্পানির সংখ্যা	২৫৬	২৫৯	১.১৭
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সংখ্যা	১৩	১৪	৭.৬৯
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা	৮	৮	-
ট্রেজারী বন্ডের সংখ্যা	২৬	৪৪	৬৯.২৩
সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা	৩০৩	৩২৫	৭.২৬
		কোটি	
কোম্পানি সমূহের শেয়ার সংখ্যা	১৩৯.০৪	১৭৩.৫০	২৪.৭৮
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সার্টিফিকেট সংখ্যা	১৬.১২	১৬.২০	-
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা	০.০৪	০.০৪	-
বন্ডের সংখ্যা	০.০২	০.০৮	৩০০
লেনদেনযোগ্য সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা	১৫৫.২৩	১৮৯.৮২	২২.২৮
		কোটি টাকা	
বার্ষিক লেনদেনকৃত সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা	৫৯.২৭	১৯৮.২৯	২৩৪.৫৫
বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ	৪,৫৯৯.০২	১৬,৪৬৭.০৯	২৫৭.৯৭
ইস্যুকৃত বন্ড	-	৮,০৫৫.৩০	-
সিকিউরিটিজ এর মোট ইস্যুকৃত মূলধন	৮,৫৭২.৩	১৬,৪২৭.৯০	৯১.৬৪
মোট বাজার মূলধন	২২,৫৩০	৪৯,১৬৮.৪০	১১৮.২৩
সিকিউরিটিজ এর মূল্য সূচক	১০৪০.৪৭ (সকল শেয়ার এর মূল্য সূচক)	১৭৬৪.১৮ (সকল শেয়ার এর মূল্য সূচক)	৬৯.৫৬

পরিশিষ্ট-৭

চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনের তুলনামূলক বিবরণী

নির্দেশক (তালিকাভূক্ত)	জুন ৩০,২০০৬	জুন ৩০,২০০৭	%পরিবর্তন
কোম্পানির সংখ্যা	১৯৮	২০৪	৩.০৩
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সংখ্যা	১৩	১৪	৭.৬৯
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা	২	১	(৫০)
সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা	২১৩	২১৯	২.৮২
		কোটি	
কোম্পানি সমূহের শেয়ার সংখ্যা	১২৭.৭৪	১৫৩.০১	১৯.৭৮
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সার্টিফিকেট সংখ্যা	১৬.১২	১৬.২২	-
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা	০.০০৫	০.০০৫	-
লেনদেনযোগ্য সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা	১৪৩.৪৭	১৬৯.২৩৫	১৭.৯৬
		কোটি টাকা	
বার্ষিক লেনদেনকৃত সিকিউরিটিজের সংখ্যা	২৪.৯১	৫৮.৫৮	১৩৫.১৭
বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ	১,১৪০.৮১	৩৪১৭.৭৬	১৯৯.৫৯
তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের ইস্যূকৃত মূলধন	৬,২৫৩.১৩	৮,১০৩.২৯	২৯.৫৮
মোট বাজার মূলধন	১৯,৬৩৪.১০	৩৯,৯২৫.০০	১০৩.৩৩
সকল সিকিউরিটিজ এর মূল্য সূচক	২৮৭৭.১৯ (সকল শেয়ার এর মূল্য সূচক)	৫১৯৪.৭৭ (সকল শেয়ার এর মূল্য সূচক)	৮০.৪২

পরিশিষ্ট-৮

ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রম
জুলাই ২০০৬ - জুন ২০০৭

সময়	শেয়ার এর মূল্য সূচক (সকল শেয়ার এর মূল্য সূচক)	সিকিউরিটিজ লেনদেন (কোটি সংখ্যা)		মোট লেনদেন (কোটি টাকা)		বাজার মূলধন	
		মাসিক	দৈনিক গড়	মাসিক	দৈনিক গড়	কোটি টাকা	আগের মাসের সাথে পরিবর্তনের হার (%)
জুলাই '২০০৬	১১১৪.৯৭	৪.৯৫	০.২৪	৪৯৩.৭৩	২৩.৫১	২৪,৩৬৫.৩০	-
আগষ্ট	১৩২১.০২	১৩.৪৫	০.৬৪	১,১৭৭.৫৬	৫৬.০৭	২৮,১৪২.০০	১৫.৫০
সেপ্টেম্বর	১২৯৮.০২	৮.৮৮	০.৪২	৯৯৫.৯৬	৪৭.৪২	২৮,১০২.১০	(০.১৪)
অক্টোবর	১২৯১.২৮	৫.১১	০.৩২	৪৬৩.০৭	২৮.৯৪	২৮,৭৮২.৯০	২.৪২
নভেম্বর	১২৬৭.৯৭	৯.২৬	০.৪৮	৬৬৬.৯৩	৩৫.১০	৩০,৫২৭.৫০	৬.০৬
ডিসেম্বর	১৩২১.৩৯	১৬.৮৪	০.৯৩	৭৯০.৩৯	৪৩.৯১	৩২,৩৩৬.৮০	৫.৯৩
জানুয়ারি ২০০৭	১৪৭৩.৬১	৩৬.৩৬	১.৮১	১,৬১৮.৮২	৮০.৯৪	৩৭,৭৩৬.৪০	১৬.৭০
ফেব্রুয়ারি	১৪৮৬.৮৮	৩৫.৭৭	১.৮৮	২,১০৮.২৬	১১০.৯৬	৩৮,১১৫.০০	১.০০
মার্চ	১৪৯৮.৫৮	১৭.৯৮	০.৯০	১,২৮৪.০১	৬৪.২০	৪০,৫৪৯.৩০	৬.৩৯
এপ্রিল	১৪৭৮.২৪	১০.৮০	০.৫১	১,১৩২.৮৫	৫৩.৯৪	৪১,২৫৮.০০	১.৭৫
মে	১৬৫৮.৩৬	১৮.৩৯	০.৮৭	২,৬৪৪.৫০	১২৫.৯৩	৪৫,৯৪২.৯০	১১.৩৫
জুন ২০০৭	১৭৬৪.১৮	২০.৫১	১.০২	৩,০৯১.০১	১৫৪.৫৫	৪৯,১৬৮.৪০	৭.০২
মোট ২০০৬-২০০৭		১৯৮.২৫	০.৮৩	১৬,৪৬৭.০৯	৮২৫.৪৬	৪,২৫,০২৬.৬০	

পরিশিষ্ট-৯

চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রম
জুলাই ২০০৬ - জুন ২০০৭

সময়	শেয়ার এর মূল্য সূচক	সিকিউরিটিজ লেনদেন (কোটি সংখ্যা)		মোট লেনদেন (কোটি টাকা)		বাজার মূলধন	
	(সকল শেয়ার এর মূল্য সূচক)	মাসিক	দৈনিক গড়	মাসিক	দৈনিক গড়	কোটি টাকা	আগের মাসের সাথে পরিবর্তনের হার (%)
জুলাই '২০০৬	৩১০৮.১৮	১.৮৪	০.০৮৮	১২১.৫৯	৫.৭৯	২১,১৯৬.৪০	-
আগষ্ট	৩৭৮৩.৪২	৫.৭৮	০.২৭	৩০৭.৭৯	১৪.৬৫	২৫,৭১৪.৯০	২১.৩২
সেপ্টেম্বর	৩৭২৪.৫১	৩.৩৫	০.১৮	২২০.৯০	১২.২৭	২৫,৩৩৮.৮০	(১.৪৬)
অক্টোবর	৩৬৪৩.০০	১.৭৮	০.১০	৮৮.১৪	৫.১৮	২৫,৭৪৯.৮০	১.৬২
নভেম্বর	৩৫৯২.১৩	৩.৭২	০.১৭	২০৪.৮৭	৯.৭৬	২৫,৫১১.৮০	(০.৯২)
ডিসেম্বর	৩৭২৪.৩৯	৫.৫০	০.৩১	১৯৪.৩৭	১০.৭৯	২৬,৭৫০.১০	৪.৮৫
জানুয়ারি ২০০৭	৪০৭৮.৬৫	৮.৩৫	০.৪২	৩৭৩.৮৯	১৮.৬৯	২৯,৯৭৭.৮০	১২.০৬
ফেব্রুয়ারি	৪১২০.৩১	৯.৪৬	০.৪৯	৪২১.৮৮	২২.২০	৩০,৪৬৯.৬০	১.৬৪
মার্চ	৪২৭৩.৪৫	৫.৪৭	০.২৭	২৮৬.৪৭	১৪.৩২	৩২,৬৭৫.৫০	৭.২৪
এপ্রিল	৪২৬৪.২৪	২.৮৫	০.১৪	২০৬.৩৭	৯.৮৩	৩২,৫৫৯.৪০	(০.৩৫)
মে	৪৮৪৪.০৮	৫.৩৬	০.২৫	৪৬৬.৩৩	২২.২১	৩৭,২৭১.১০	১৪.৪৭
জুন ২০০৭	৫১৯৪.৭৭	৫.০৯	০.২৫	৫২৫.০৫	২৬.২৫	৩৯,৯২৫.৮০	৭.১২
মোট ২০০৬-২০০৭		৫৮.৫৫	২.৯৩৮	৩,৪১৭.৬৫	১৭১.৯৪	৩,৫৩,১৪১.০০	

বাজার মূলধন মাসের শেষ কার্য দিবসের।

পরিশিষ্ট-১০

অনিবাসী বিনিয়োগকারী কর্তৃক পোর্টফোলিও বিনিয়োগ

জুলাই ২০০৬ - জুন ২০০৭

কোটি টাকার অংকে

মাস	NITA হিসাবে বিদেশ হতে আনীত ও বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব হতে নগদায়নকৃত অর্থের পরিমাণ	শেয়ারে বিনিয়োগের পরিমাণ	বিক্রয়কৃত শেয়ারের পরিমাণ	বিদেশে প্রত্যাবাসনকৃত অর্থের পরিমাণ
জুলাই ২০০৬	২০.২২	২০.১০	০.০৭	০.৪৩
আগস্ট	১.৮১	-	১.০২	১.৪৯
সেপ্টেম্বর	১৪.৪৮	১২.৫১	০.০৮	২.৫৫
অক্টোবর	২৯.৬৬	৩১.০০	৫.১৩	৫.২৭
নভেম্বর	২৯.৫২	২৫.১১	০.২০	২৪.৪৯
ডিসেম্বর	২৪.৮১	২৫.৯৫	০.০৩	০.০৫
জানুয়ারি ২০০৭	৭৩.২৭	৬৫.১৩	-	০.০১
ফেব্রুয়ারি	১৩৬.৪৯	১৩৭.৩১	৩.৫৮	৩.৩২
মার্চ	৫৪.৬১	৫৭.৮৩	৬.৭৭	১.৭৭
এপ্রিল	৮০.২৭	৮০.২৭	২৩.৩১	১৭.৭৭
মে	১১৭.১৮	১১৬.৯৮	৩৩.৩১	৩১.৯৩
জুন ২০০৭	২৬৬.২৪	২৬৩.৭৩	৪৬.৩৬	৫৯.১৫
সর্বমোট	**৮৪৮.৫৬**	**৮৩৫.৯২**	**১১৯.৮৬**	**১৪৮.২৩**

পরিশিষ্ট-১১

অনিবাসী বিনিয়োগকারী কর্তৃক পোর্টফোলিও বিনিয়োগ

এপ্রিল ১৯৯২-জুন ২০০৭

কোটি টাকার অংকে

সময়	NITA হিসাবে জমাকৃত অর্থ	শেয়ারে বিনিয়োগের পরিমাণ	বিক্রয়কৃত শেয়ারের পরিমাণ	বিক্রিত শেয়ারের ক্রয় মূল্য	মূলধনী লাভ/ক্ষতি	মূলধনী লাভ ব্যতিত অর্জিত লভ্যাংশের পরিমাণ	বিদেশে প্রত্যাবাসনকৃত অর্থের পরিমাণ
এপ্রিল ৯২-জুন ৯২	৫.৭৩	৫.০৮	--	--	--	--	--
জুলাই ৯২-জুন ৯৩	৩১.৬৯	৩৮.৭৫	৮.১২	৩.৫৪	০.৫৮	০.৩৩	৩.৮৬
জুলাই ৯৩-জুন ৯৪	৩১৯.৬৬	৩১০.১৮	৯৬.৫১	৫১.০৫	৪০.৪৬	১.৭৬	৯১.৮৪
জুলাই ৯৪-জুন ৯৫	৩০৯.৪৪	২৯৮.২৭	১৩৩.৪২	৯২.৮১	৪০.৬১	৯.২৭	১৩৮.৮৯
জুলাই ৯৫-জুন ৯৬	৭৩.৮৫	৭১.৬৮	১৮৭.৭১	১৮৯.৩৪	(১.৬৩)	১৪.৬৮	১৯৭.২০
জুলাই ৯৬-জুন ৯৭	৫২.৭৮	৫১.৮০	৬১৮.৬৮	৩৪৪.৩৪	২৭৪.৩৪	১২.২৯	৬৩৩.২১
জুলাই ৯৭-জুন ৯৮	৩০.৯৮	৩১.৬০	৫১.৭৫	৬৯.৩১	(১৭.৫৬)	৯.৭১	৬০.১৮
জুলাই ৯৮-জুন ৯৯	৯.৫১	৯.৫৬	৪১.০৭	৫৩.১৬	(১২.০৯)	৪.৩৪	৪৫.১১
জুলাই ৯৯-জুন ২০০০	২৭.৮৯	৩৯.৩৬	৫৮.৪৪	৮৭৮.৭০	(২৯.৪৩)	৫.৪৫	৬১.৩৪
জুলাই ২০০০-জুন ০১	৩০.৪৪	৩২.৩৫	৩৪.৪৩	৩৩.৭৯	০.৬৪	৫.১৮	৩৭.৭৬
জুলাই ০১-জুন ০২	২.৯০	২.৮৭	২৮.৭৭	৪০.০৭	(১১.৩০)	৩.২৯৪৫	৩২.৪৬
জুলাই ০২-জুন ০৩	১১.৬৬	১২.০১	৫.১৩	৭.৩০	২.৯৯	৩.০৯	৭.৭১
জুলাই ০৩-জুন ০৪	৩১.১০	২৯.৮৯	২.৫১	১.৬৬	১.২৭	৩.১২	৫.৬২
জুলাই ০৪-জুন ০৫	৭.৯১	৫.৩১	২৬.৬০	৯.০৮	১৭.৬৬	৩.৬৭	৩১.৫৫
জুলাই ০৫-জুন ০৬	২৪২.০৪	২৪২.০৬	১৩.০৬	-	-	-	১৮.৫১
জুলাই ০৬ -জুন ০৭	৮৪৮.৫৬	৮৩৩.৯২	১১৯.৮৬	-	-	-	১৪৮.২৩

NITA- Non Resident Investment Taka Account
উৎস- বাংলাদেশ ব্যাংক

পরিশিষ্ট-১২

ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিগত পাঁচ বছরের লেনদেন কার্যক্রম

জুলাই ২০০২ - জুন ২০০৭

সময়	সাধারণ শেয়ার এর মূল্য সূচক	সিকিউরিটিজ লেনদেন (কোটি সংখ্যা)	মোট লেনদেন		বাজার মূলধন	
			কোটি টাকা	আগের বছরের সাথে পরিবর্তনের হার (%)	কোটি টাকা	আগের বছরের সাথে পরিবর্তনের হার (%)
জুলাই ২০০২-জুন ২০০৩	৮৩০.৪৬	১০৯.০৫	৩,০৫৯.৬০	-	৭,২৯৯.০০	-
জুলাই ২০০৩-জুন ২০০৪	১৩১৮.৯২	৫৩.৫৫	২,৪৭৬.৯৮	(১৯.০৪)	১৪,২৩৬.৯০	৯৫.০৫
জুলাই ২০০৪-জুন ২০০৫	১৭১৩.১৭	৯৪.৬৪	৬,৫১৭.২৯	১৬৩.১১	২২,৪৬১.১০	৫৭.৭৭
জুলাই ২০০৫-জুন ২০০৬	১৩৩৯.৫২	৫৯.২৬	৪,৫৯৯.২৮	(২৯.৪৩)	২২,৫৩০.০০	০.৩১
জুলাই ২০০৬-জুন ২০০৭	২১৪৯.৩২	১৯৮.২৫	১৬,৪৬৭.০৯	২৫৬.৭৩	৪৯,১৬৮.৪০	১১৮.২৩

বাজার মূলধন ও মূল্য সূচক মাসের শেষ কার্য দিবসের

জুলাই ২০০২ - জুন ২০০৭ সময়ে ডিএসই'র বাজার মূলধন এবং সাধারণ শেয়ার এর মূল্য সূচক এর চিত্র

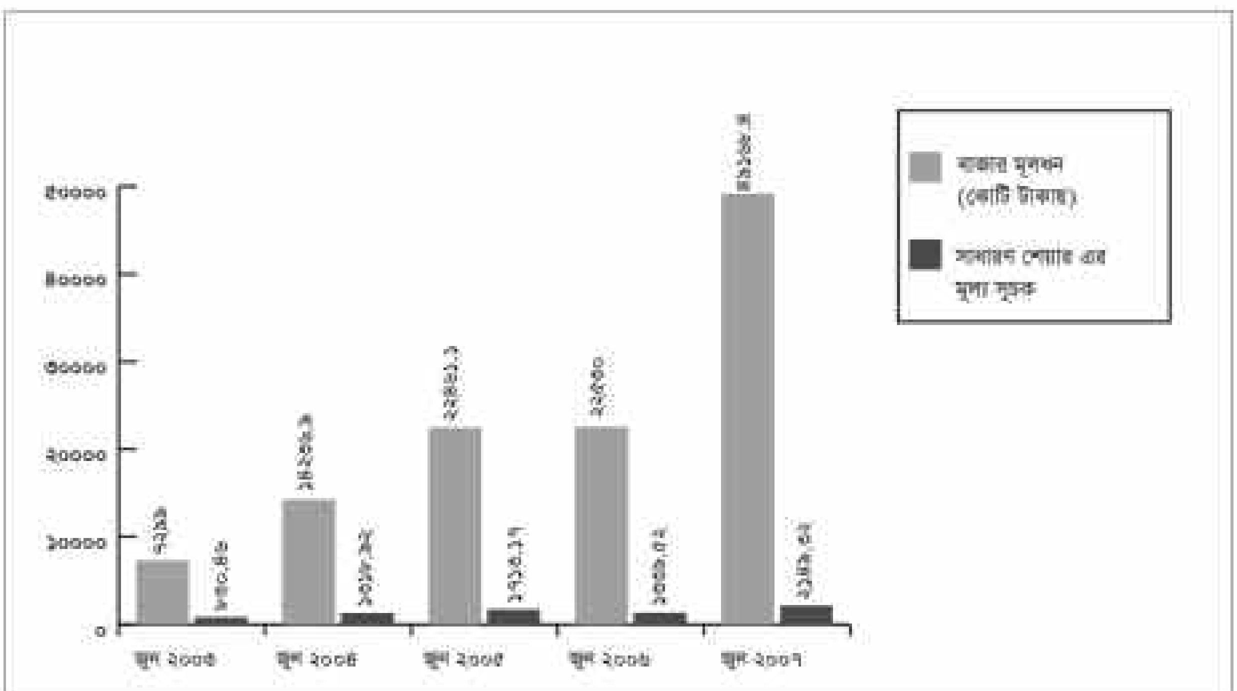

বিগত পাঁচ বছরে ডিএসই'র সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)

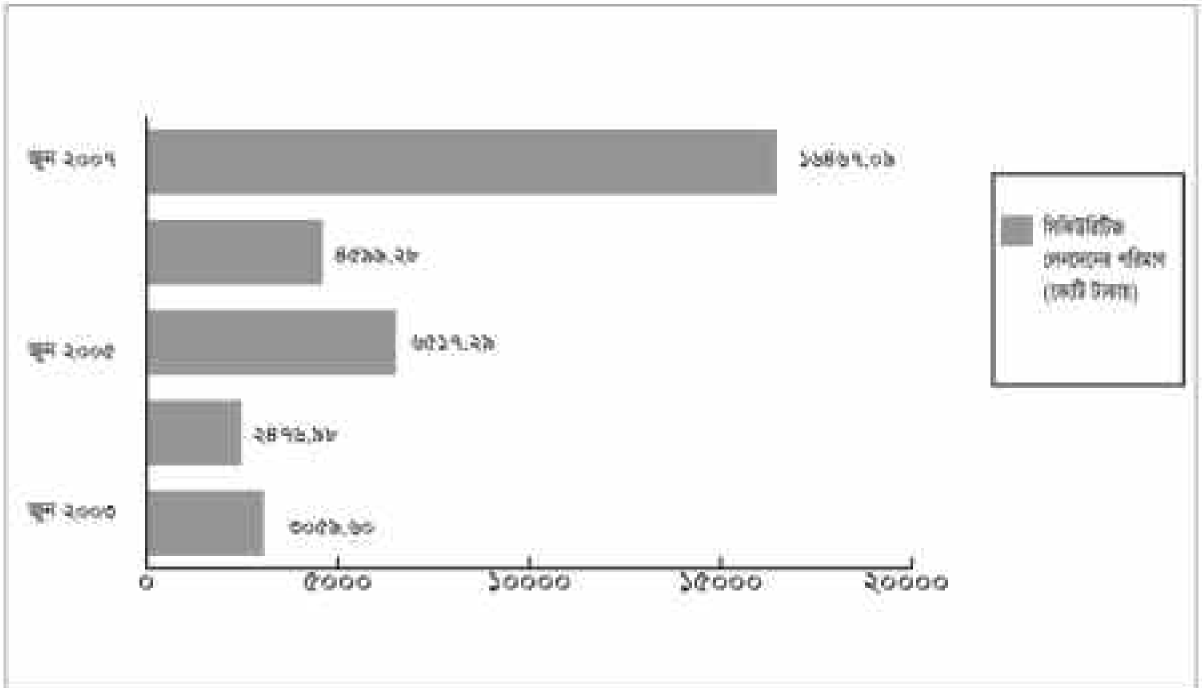

পরিশিষ্ট-১৩

চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিগত পাঁচ বছরের লেনদেন কার্যক্রম

জুলাই ২০০২ - জুন ২০০৭

সময়	সাধারণ শেয়ার এর মূল্য সূচক	সিকিউরিটিজ লেনদেন (কোটি সংখ্যা)	মোট লেনদেন		বাজার মূলধন	
			কোটি টাকা	আগের বছরের সাথে পরিবর্তনের হার (%)	কোটি টাকা	আগের বছরের সাথে পরিবর্তনের হার (%)
জুলাই ২০০২-জুন ২০০৩	১৮৪১.২৪	৪০.৪৮	১,০৭৯.২০	-	৬,০২০.৮৬	-
জুলাই ২০০৩-জুন ২০০৪	২২৯১.৫১৩৯	২৪.৮৬	৮৯০.১৬	(১৭.৫২)	১২,৫৯১.১৩	১০৯.১২
জুলাই ২০০৪-জুন ২০০৫	৩৩৪৭.০৯৬৯	৩৪.৭৭	১,৬৭৮.৭৭	৮৮.৫৯	২০,৩০৪.৪৪	৬১.২৬
জুলাই ২০০৫-জুন ২০০৬	২৮৭৯.১৯	২৪.৯০	১,১৪০.৮১	(৩২,০৪)	১৯,৬৩৪	(৩.৬৯)
জুলাই ২০০৬-জুন ২০০৭	৫১৯৪.৭৬৫৮	৫৮.৫৫	৩,৪১৭.৬৫	১৯৯.৫৮	৩৯,৯২৫.৮০	১০৩.৩৩

বাজার মূলধন ও মূল্য সূচক মাসের শেষ কার্য দিবসের

জুলাই ২০০২ - জুন ২০০৭ সময়ে সিএসই'র বাজার মূলধন এবং সকল শেয়ার এর মূল্য সূচক এর চিত্র-

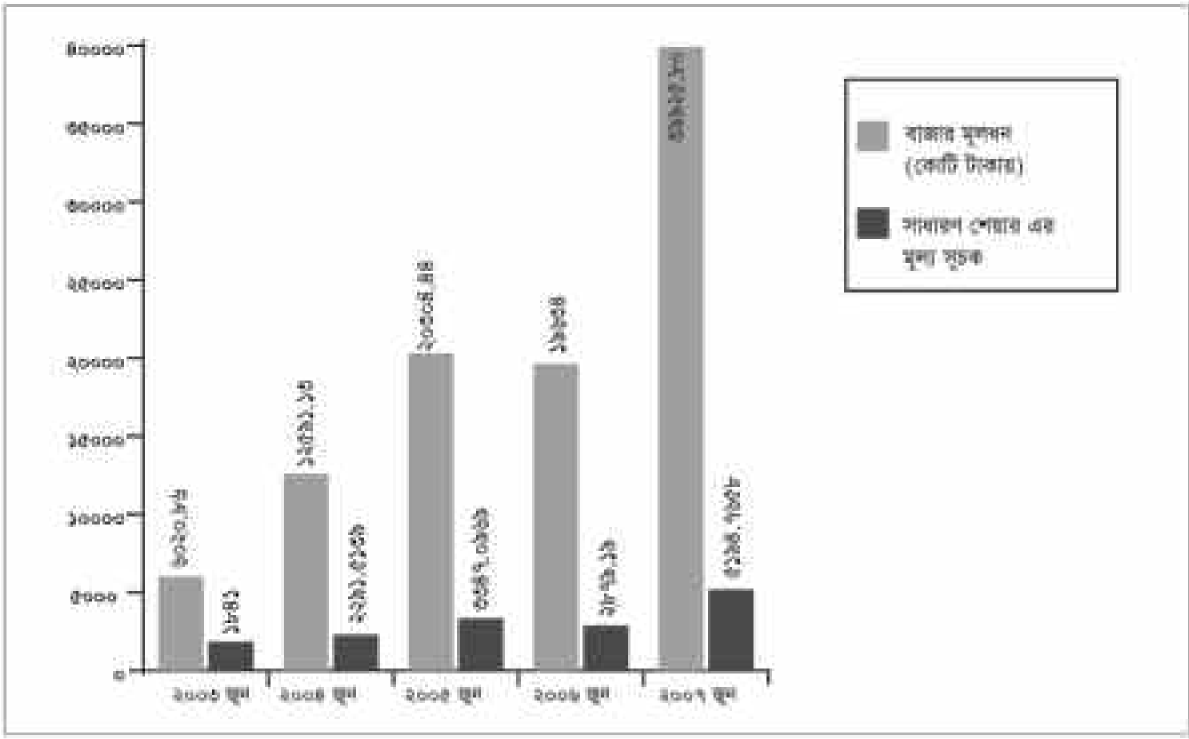

বিগত পাঁচ বছরে সিএসই'র সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)

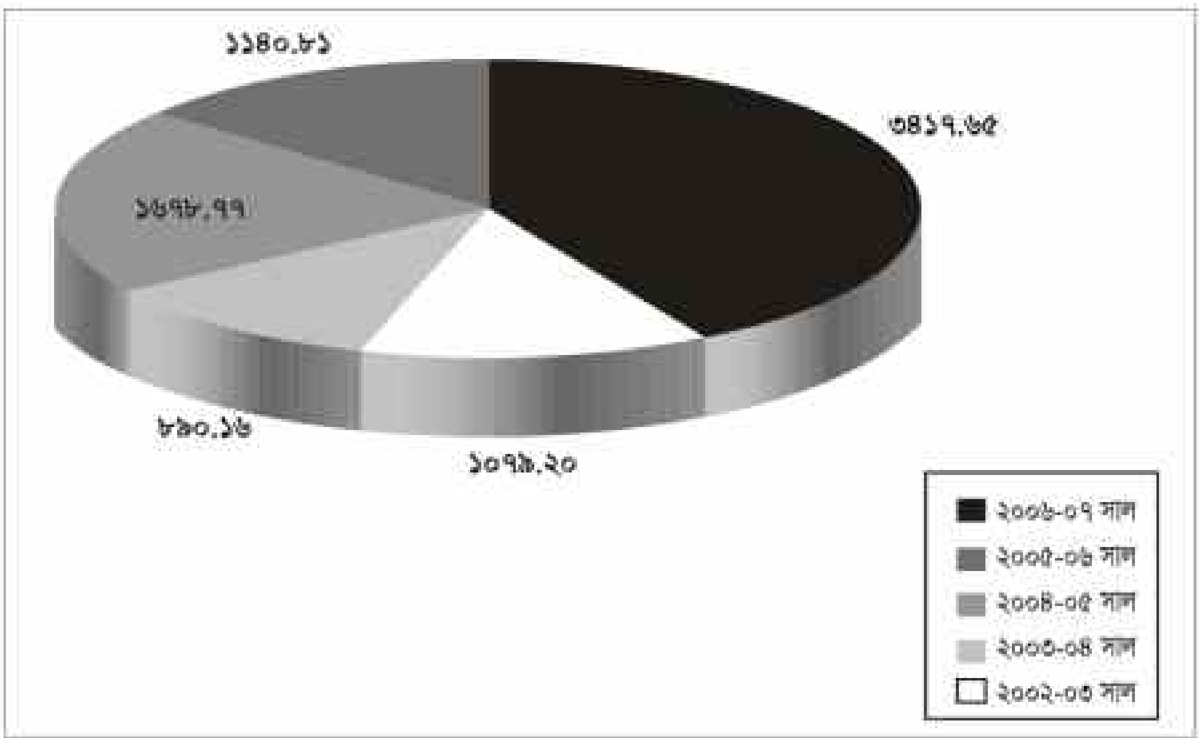

১৬. কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য ও নির্বাহীদের তালিকা

(৩০ জুন ২০০৭ তারিখে)

কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য ঃ

- ফারুক আহমদ সিদ্দিকী, চেয়ারম্যান
- সালেহ আহমেদ চৌধুরী, সদস্য
- মোহাম্মদ আলী খান, সদস্য
- মনসুর আলম, সদস্য

কমিশনের নির্বাহী ঃ

- মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান জোয়ারদার, নির্বাহী পরিচালক, ক্যাপিটাল মার্কেট রেগুলেটরী রিফর্ম এন্ড কমপ্লায়েন্স, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব মার্কেটস্ এন্ড ইন্টারমিডিয়ারিজ
- মোঃ আনোয়ারুল কবির ভূঁইয়া, নির্বাহী পরিচালক, সার্ভেইল্যান্স
- ফরহাদ আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, ক্যাপিটাল ইস্যু ও সিডিএস
- রুকসানা চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, নিবন্ধন
- অভ্র কান্তি চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, কর্পোরেট ফাইন্যান্স
- এ, টি, এম, তারিকুজ্জামান, পরিচালক, ক্যাপিটাল ইস্যু
- মোঃ আশরাফুল ইসলাম, পরিচালক, এমআইএস
- মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক, এনফোর্সমেন্ট ও আইন
- মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, পরিচালক, নিবন্ধন
- মোঃ সাইফুর রহমান, পরিচালক, প্রশাসন
- এ, কে, এম, জিয়াউল হাসান খান, পরিচালক, ক্যাপিটাল মার্কেট রেগুলেটরী রিফর্ম এন্ড কমপ্লায়েন্স
- এম, হাসান মাহমুদ, পরিচালক, কর্পোরেট ফাইন্যান্স
- মাহবুবুল আলম, উপ-পরিচালক, ক্যাপিটাল ইস্যু
- মাহবুবের রহমান চৌধুরী, উপ-পরিচালক, আইন
- কামরুল আনাম খান , উপ-পরিচালক, ক্যাপিটাল ইস্যু
- মোহাম্মদ রেজাউল করিম, উপ-পরিচালক, সার্ভেইল্যান্স
- মোঃ শফিউল আজম, উপ-পরিচালক, গবেষণা ও উন্নয়ন
- রিপন কুমার দেবনাথ, উপ-পরিচালক, সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব মার্কেটস্ এন্ড ইন্টারমিডিয়ারিজ
- মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উপ-পরিচালক, এনফোর্সমেন্ট
- মীর মোশাররফ হোসেন, উপ-পরিচালক, কর্পোরেট ফাইন্যান্স
- মোঃ মাহমুদুল হক, উপ-পরিচালক, নিবন্ধন
- প্রদীপ কুমার বসাক, উপ-পরিচালক, এনফোর্সমেন্ট
- মোঃ মনসুর রহমান, উপ-পরিচালক, এনফোর্সমেন্ট
- রাজীব আহমেদ, উপ-পরিচালক, এমআইএস
- মোঃ আবুল কালাম, উপ-পরিচালক, কর্পোরেট ফাইন্যান্স
- মোঃ আবুল হাসান, উপ-পরিচালক, প্রশাসন
- শেখ মাহবুব -উর রহমান, উপ-পরিচালক, সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব মার্কেটস্ এন্ড ইন্টারমিডিয়ারিজ
- ফারহানা ফারুকী, বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, চেয়ারম্যানের কার্যালয় ও সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব মার্কেটস্ এন্ড ইন্টারমিডিয়ারিজ
- হাফিজ মোঃ হারুনুর রশিদ, সহকারী পরিচালক, প্রকল্প
- মাহমুদা শিরীন, সহকারী পরিচালক, প্রকল্প
- সুলতানা পারভীন, সহকারী পরিচালক, প্রকল্প
- তানিয়া শারমিন, সহকারী পরিচালক, প্রকল্প